রজনীগন্ধা

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ

মন্মথ রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন,
১৮৭৮ শকাব্দ

২.২৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস
৩৩। বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠে আনন্দের নির্ঝর,
যাঁর সান্নিধ্যে নির্মল শান্তি,
বাংলার যুগ-প্রতিনিধি,
সেই সাধক কবি

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীচরণেষু

থিয়েটার সেণ্টার,
কলিকাতা

• •

মুখোশ কর্তৃক প্রথম অভিনয় রজনী
নিউ এম্পায়ার

• •

প্রথম রজনীর শিল্পী

আশা চৌধুরী	দীপান্বিতা রায়
দেবব্রত	কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
রবি দত্ত	তরুণ রায়
বিমল	পিকলু নিয়োগী

• •

পরিচালনা	তরুণ রায়
সংগীতে	ওস্তাদ আলী আকবর খান
মঞ্চসজ্জা	খালেদ চৌধুরী
আলোক-সম্পাত	তাপস সেন
রূপসজ্জা	শেখ মেহবুব
শব্দপ্রেক্ষণে	প্রভাত হাজরা
স্মারক	মণি চট্টোপাধ্যায়
সাজসজ্জা	ওঙ্কার মিশ্র

• •

প্রথম অঙ্ক

[কলকাতার শহরে যে এমন নির্জন জায়গা আছে তা আশা চৌধুরীর ভাড়াটে বাড়িটা না দেখলে বোঝা যায় না। বালীগঞ্জ ক্রিকেট গ্রাউণ্ডের সামনে দিয়ে যে সমান্তরাল রাস্তাগুলো বেরিয়েছে তারই একটা ধরে অনেকটা এগিয়ে গেলে একটা ফাঁকা মাঠে পড়তে হয়। এখানে পাকা রাস্তা শেষ হলেও মাঠটুকু পেরুবার জন্যে কাঁচা রাস্তা আছে, লোকেরাও যায় সর্টকাট করার জন্যে। সেখান দিয়ে গাড়িও যাতায়াত করে অনায়াসে। এ মাঠে ধোপারা কাপড় শুকোয় আর পাড়ার ছেলেরা খেলা করে। মাঠ পেরিয়ে একটিমাত্র বাড়ি, সেইটাই ভাড়া নিয়েছে আশা চৌধুরী। নির্জন বলেই বোধ হয় পছন্দটা বেশি।

এই বাড়িরই বাহিরের ঘরে নাটকের সূচনা, ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি। ঘর সাজানোর মধ্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ আছে। পেছনের জানালায় দু'পাশের দরজায় সুন্দর পর্দা। ঘরের মাঝখানে আলো ঝুলছে। ডানদিকে নীচু তক্তপোশ-গদি, তোষকের উপর রঙীন তাকিয়া দিয়ে সাজানো, শান্তিনিকেতনি ধরনে। তারই সামনে নীচু সোফা সেট্, ছোট টেবিলে ফুলদানী। সারা ঘরে খান দুই ছবি, পাহাড়ের ল্যাণ্ডস্কেপ। বইএর আলমারীটা বাঁ দিকের দেয়ালে। তার ওপাশে একটা চেয়ার আর লম্বা টেবিল ল্যাম্প। পড়বার ভালো ব্যবস্থা। পেছনের দেয়ালে দেরাজওয়ালা ছোট আলমারী। দরকারী কাগজপত্র চাবি দিয়ে রাখা হয়। ঘরের মাঝখানে পাতা কার্পেট, তাতে নক্‌শাকাটা। এ ঘরটি কিন্তু সারা মঞ্চজোড়া নয়। হিসেব করলে মঞ্চের পাঁচ ভাগের চার ভাগ নিয়ে। বাকি একভাগটা রাস্তার অংশ, তারই কোণে গ্যাসের আলো। আশা চৌধুরীর বাড়ির সদর দরজাটা রাস্তার উপর কোণাকুণিভাবে রয়েছে, যাতে না-দেখার অসুবিধে হয়।

পর্দা ওঠার আগে থেকেই নারীকণ্ঠের আর্তচীৎকার শোনা যায়, "বাঁচাও—বাঁচাও—মরে গেলাম।" সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের উত্তর, "কি হোল, কি হোল, কোথা থেকে বলছেন ?" পর্দা উঠে যায়।

পর্দা ওঠার পর দেখা যায় ঘরের মধ্যেকার আলোটা সজোরে দুলছে। অন্ধকারে একটি মেয়ে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। আর বাইরে গ্যাসের কাছে ব্যস্ত হয়ে ছুটছেন এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের নাম প্রফেসার দেবব্রত ঘোষ, বয়েস

ছত্রিশ। লম্বা-চওড়া চেহারা, চোখে চশমা। পরণে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে সু জুতো, হাতে অনেকগুলি বই, আর একহাতে ছাতা।

শব্দটা ঘরের মধ্যে থেকে আসছে বুঝতে পেরে দেবব্রত ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা মারে। দোরগোড়ায় বই আর ছাতা রেখে ব্যস্তভাবে বাড়ির পিছন দিকে যায়।

পেছনের জানালায় ধাক্কা মারছে চেঁচাচ্ছে শোনা যায়। তারপর জানালা খুলে দেবব্রত ঘরের মধ্যে ঢোকে। তখনও আলো দুলছে, দেবব্রত প্রায় ছুটে সোফার দিকে এগিয়ে যায়। মূর্ছিতা আশা চৌধুরীকে পড়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে সরে আসে। বাড়ির ভেতরে যাবার দরজা খুলে "ভেতরে কেউ আছেন, শুনছেন" বলে দু'একবার চেঁচিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে আসে। এবার বাইরের ঘরে এসে আবার আশার কাছে যায়। আলোর দুলুনি কমে এসেছে। আস্তে আস্তে আশাকে তুলে চৌকির ওপর শুইয়ে দেয়। নজরে পড়ে ফাঁস লাগানো একটা দড়ি পড়ে রয়েছে। দড়িটা হাতে নিয়ে ওপরের দিকে তাকায়। কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো খানিকটা ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। একটা ওলটানো টুল, টেবিলের ওপর একটা চিঠি দেখে তুলে নিয়ে পড়ে। আবার সেটা রেখে দিয়ে কুঁজোর থেকে জল এনে আশার চোখেমুখে ছিটোয়। হঠাৎ উঠে গিয়ে বাইরের দরজাটা খোলে, রাস্তা পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে আসে। এবার দরজাটা বন্ধ না করে শুধু ভেজিয়ে রাখে।]

আশা। উঃ।

দেবব্রত। (কাছে গিয়ে) কষ্ট হচ্ছে ?

আশা। উঃ, (যন্ত্রণায় মাথা নাড়ে)।

দেবব্রত। কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলুন তো ?

আশা। (পা দেখিয়ে) ওঃ।

দেবব্রত। পায়ে! পায়ে লাগলো কি করে ?

আশা। (একটু পরে) আমি কোথায় ?

দেবব্রত। নিজের বাড়িতেই।

আশা। বাড়িতেই ?

দেবব্রত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আশা। তাহলে ?

দেবব্রত। মারা যাননি।

আশা। ওঃ (দীর্ঘশ্বাস) পারলাম না।

দেবব্রত। না। (একটু থেমে) চিঠিটা আমি পড়েছি। আপনি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। তাই দড়ি ছিঁড়ে আবার সংসারে ফিরে এসেছেন।

আশা। (জড়সড় হয়ে উঠে বলে) আপনি ?

দেবব্রত। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

আশা। এখানে ?

দেবব্রত। এখানে এলাম কি করে ? (জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে) এই জানালা দিয়ে। ব্যাপারটা খুবই সহজ। ছেলে পড়িয়ে এই সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এই বাড়ির সামনে যেই এসেছি, আপনার চীৎকার শুনলাম—বাঁচান, বাঁচান। প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চারদিকে ধাক্কাধাক্কি মেরে শেষে এই জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

আশা। আমি চেঁচিয়েছি ?

দেবব্রত। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, ভয় পেলে সবাই চেঁচায়।

আশা। আমি তো ভয় পাইনি।

দেবব্রত। নির্ভয়ে মরা কি সোজা ব্যাপার ? আশি বছরের বুড়ীকেও দেখেছি মরবার আগে হাউমাউ করে কাঁদতে। ডাকসাইটে ডাকাতসর্দার, যে হয়ত রোজ তিনটে করে লোক খুন করেছে, নিজে মরবার আগে ভয়ে জড়সড়। মরতে সবাই ভয় পায়। আপনার কথা অবশ্য আলাদা। (হেসে) আপনি মরতে বোধ হয় ঠিক চান নি।

আশা। আমি মরতে চাই নি, কি বলছেন আপনি ?

দেবব্রত। ধরুন সত্যিই যদি আপনি মরতে চাইতেন তাহলে অন্ততঃ এরকম একটা পল্‌কা দড়ি বাছতেন না। এতে আমি ইচ্ছে

করলেই ছিঁড়ে দিতে পারি। (দু'হাতে দড়ি ছিঁড়ে দেখায়) আপনার ওজনের কথাটা ভাবা উচিত ছিল। তারপর মনে করুন ঐ জানালাটা অল্প ধাক্কাতেই খুলে গেল, তার ওপর ঐরকম মারাত্মক চেঁচান।

আশা। দোহাই আপনার আর আমি শুনতে পারছি না। (একটু থেমে) সবকিছু ঠিক করে গলায় ফাঁসটা দিতে যাব এমন সময় টুলটা উল্টে গেল। হাত দিয়ে দড়িটা ধরে ফেলেছিলাম কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। ছি, ছি, ছি।

দেবব্রত। এতে লজ্জার কিছু নেই। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীকে মনে আছে? কিছুতেই মরতে পারলো না। প্রতাপ দু'দুবার ডুবলো, শৈবলিনী সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠল। মৃত্যুভয়ই ওর ট্র্যাজেডীর কারণ।

আশা। আমার ট্রাজেডীও বোধ হয় ঐখানেই। জীবনে শান্তি নেই।

দেবব্রত। মরেও যে শান্তি আছে কে বলতে পারে,

To die, to sleep,
And purchance to dream
Ah, there's the rub.

ঐ ভয়েই Hamlet মরতে পারল না।

আশা। আপনি বুঝি খুব বই পড়েন?

দেবব্রত। ঐ আমার পেশা, পড়ি আর পড়াই।

আশা। ওঃ (উঠে বসে মাটিতে পা দেয়)।

[আশা চৌধুরীর বয়েস পঁয়ত্রিশ হলেও ওকে দেখলে অত মনে হয় না। বেশ একটা ছেলেমানুষের ভাব আছে। মানানসই সাজপোশাকে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। আজ অবশ্য পরনে একটা সাধারণ কালো শাড়ি আর ব্লাউজ, চুলটা একটা বিনুনি করে বাঁধা।]

[দেবব্রত নিজের মনে পায়চারি করতে করতে হেসে ওঠে]

আশা। হাসছেন যে ?

দেবব্রত। কিছু যদি মনে না করেন তো বলি।

আশা। বলুন।

দেবব্রত। এখন নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগছে না ? অত ভেবেচিন্তে বিবেকের সঙ্গে ঝগড়া করে, চিঠি লিখে, হয়ত প্রিয়-জনদের জন্যে দু'চার ফোঁটা কেঁদে নির্ঘাত মরবেন বলে ঠিক করলেন, অথচ দড়িটা এরকম ট্রেচারী করল।

আশা। হাসুন, আমাদের নিয়ে কত লোকই হাসাহাসি করে। আরেকজন হাসবার লোক বাড়ল, এই আর কি।

দেবব্রত। তা নয়, আমি বলছিলাম কি, মরাটাকে এতখানি নাটকীয় না করলেই কি চলতো না ?

আশা। তার মানে ?

দেবব্রত। বিষ খেলেই পারতেন, এমন সব বিষ আছে যে একবার জিভে ছোঁয়ালে মুখে আর রা কাড়তে দিত না।

আশা। কোথায় পাব ?

দেবব্রত। তা আমি কি করে জানব। আমি তো আর কখনও সুইসাইড করিনি।

আশা। ওসব বলা খুব সহজ। মরব বলে অনেক রকম ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না।

দেবব্রত। যাক্‌গে ওসব কথা। এ বাড়িতে আর কে আছে ?

আশা। কেউ নেই।

দেবব্রত। মাপ করবেন, একটা Personal কথা জিজ্ঞেস করব, আপনি কি বিবাহিত ?

আশা। হ্যাঁ।

দেবব্রত। স্বামী ?

আশা। আছেন, তবে আমার সঙ্গে নয়।

দেবব্রত। ও। (একটু থেমে) আত্মীয়স্বজন ?

আশা। আমার মুখ দেখতে চায় না।

দেবব্রত। ও। (একটু থেমে) তাহলে আপনি একাই?

আশা। (ম্লান হেসে) তাইতো বলছিলাম, একেবারে একা। আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবেন না। (পায়ে হাত দিয়ে) উঃ।

দেবব্রত। খুব ব্যথা হয়েছে, না?

আশা—হ্যাঁ।

দেবব্রত। বোধ হয় কিছু ওষুধ লাগানো উচিত, যাতে ব্যথাটা কমে। Anacin জাতীয় ট্যাবলেট আছে বাড়িতে, গোটা দুই খেয়ে নিন। লজ্জার কিছু নেই, বেঁচে যখন আছেন শরীরের কথা ভুললে তো চলবে না। ডাক্তার দেখাতে হলে কি কৈফিয়ত দেবেন? উঠুন উঠুন।

[আশাকে একরকম ধরেই তুলে দেয়]

আশা। আপনি তো ভারি ব্যস্ত মানুষ।

দেবব্রত। (হা-হা করে হেসে) আমার সব ছাত্ররা তাই বলে। কাজে আমি ফাঁকি দিতে চাই না। খাটিয়ে একেবারে দফা শেষ করে দিই, বিশেষ করে আপনাদের মত ছাত্রীরা—

[আশা টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিটা নেয়]

আশা। ছাত্রী হবার বয়েস আর আমার নেই।

দেবব্রত। কত আর বয়েস আপনার, বছর আটাশ?

আশা। তার সঙ্গে আরও সাত যোগ করুন।

দেবব্রত। পঁয়ত্রিশ, এত হবে? তা হোক, তবু আমি আপনার চেয়ে এক বছরের বড়। তের বছর মাস্টারী করছি। আপনার বয়েসী অনেক মেয়ে পড়িয়েছি।

[আশা ঘরটা গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, দেবব্রত সাহায্য করছে]

দেবব্রত। গরম কিছু খেয়ে নিন, ভাল লাগবে।

আশা। দেখি যদি একটু চা করতে পারি।

[হাতে দু' একটা জিনিস নিয়ে আশা ভেতরে চলে যায়। দেবব্রত বাইরে থেকে বই ছাতা নিয়ে আসে, চেঁচিয়ে কথা বলে]

দেবব্রত। এ জায়গাটা বড় নির্জন। কি ভরসায় যে একলা থাকেন, ডাকাত পড়লেও কেউ শুনতে পাবে না। দেখবার লোক না থাকলে যা হয় আর কি।

[দেবব্রত বই নিয়ে পাতা উল্টায়। একটু বাদে আশার প্রবেশ]

আশা। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

দেবব্রত। বলুন।

আশা। আজকের এই ঘটনার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

দেবব্রত। আপনিও যেমন, এ কথা কি কাউকে বলে বেড়াবার মতন, আর বল্লেই বা সবাই বিশ্বাস করবে কেন ?

আশা। তা নয়, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের আলাপ হল যে আমার জীবনের কতকগুলো কথা না বল্লে, সবটাই ধাঁধার মতন রয়ে যাবে।

দেবব্রত। থাক না, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। মনে করুন না নাটকের শেষ অঙ্কে আমরা ঢুকে পড়েছি। আবার কে বলতে পারে এইটেই হয়ত নাটকের শুরু। কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল, এবার চলি।

আশা। চায়ের জল বসালাম যে।

দেবব্রত। তাই নাকি, তাহলে বরং চা-টা খেয়েই যাই।

আশা। ওটা কি ?

দেবব্রত। রজনীগন্ধা। পলা বড় ভালবাসে। পলা মানে আমার স্ত্রী। সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি উঠতে চাইছিলাম ওর আবার এক বাতিক আছে। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই ঘর আর বারান্দা পায়চারি করেন।

আশা। তাহলে আর আটকাব না।

দেবব্রত। না, না, মুখের চা ছেড়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ

নয়। (একটু থেমে) আমার মেয়েটা যা দুষ্টু, ওর মা পায়চারি করছে দেখলেই মার আঁচল ধরে হাটতে শুরু করবে।

আশা। আপনার ছেলে।

দেবব্রত। ছেলে দুটি, স্কুলে পড়ে। এই পাঁচজনের সংসার, দিব্যি আছি।

আশা। আপনারা ভাগ্যবান, সুখের সংসার, দিন গুণে জীবন কাটাতে হয় না।

দেবব্রত। পলা, মানে আমার স্ত্রী, লেখাপড়া না শিখলে কি হবে, খুব চালাক। দু'ছেলের পর যখন খুকী হ'ল, ওকে কথা দিয়েছিলাম একটা হীরের আংটি গড়িয়ে দেব, হীরে পরার ওর ভারী শখ। কিন্তু এমন মেয়ে, প্রত্যেক বছর গয়না গড়াবার সময় কোন অজুহাতে অন্য গয়না গড়িয়ে নেয়। কখনও কানের দুল, কখনও হাতের চুড়ী, তাই হীরের আংটি ওর এখনও পাওনা রয়ে গেছে।

আশা। (হঠাৎ উঠে পড়ে) দেখি, বোধ হয় চায়ের জল হয়ে গেল।

[আশা ভেতরে চলে গেল, দেবব্রত খাতাবইগুলো একজায়গায় এনে গুছিয়ে রাখে। 'আশাদি' 'আশাদি' বলে ডাকতে ডাকতে বিমলের প্রবেশ। বিমলের বয়েস বাইশ, ভালো চেহারা, চোখে মুখে ছেলেমানুষির ভাব আছে। পরনে ট্রপিক্যাল স্যুট। ঘরে ঢুকে দেবব্রতকে দেখে চুপ করে। দেবব্রত নিজে থেকেই কথা বলে।]

দেবব্রত। উনি ভেতরে চা করতে গেছেন।

বিমল। ধন্যবাদ। দেখি ভেতরে, আশাদি, আশাদি—

[বিমল ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে জোরে জোরে দু'চারটে কথা শোনা যায়। আবার ফিরে আসে।]

বিমল। আশাদি বোধ হয় মুখ-টুখ ধুতে গেছে, চায়ের জল ফুটছে দেখলাম।

দেবব্রত। এখুনি আসবেন নিশ্চয়।

বিমল। হুঁ, (একটু থেমে) আপনাকে কি এখানে আগে দেখেছি ?

দেবব্রত। না বোধ হয়।

বিমল। কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি।

দেবব্রত। হতে পারে, আশ্চর্য কি ? বছরের মধ্যে তিনশ'পঁয়ষট্টি দিনই তো কলকাতায় থাকি, হয়তো ট্রামে বাসে কিম্বা কোন সভায়।

বিমল। না ট্রামে বাসে হবে না। কারণ আমি গাড়ি ছাড়া বড় একটা বার হই না। ট্রামে চড়েছি সেই স্কুলে থাকতে, তারপর আর নয়। যা বিশ্রী ভিড়, কি করে যে মানুষ চড়ে!

দেবব্রত। না চড়েই বা উপায় কি ?

বিমল। ভিড় দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। কিছুতেই stand করতে পারি না। তাই তো প্রত্যেকবার পুজোর সময় কলকাতার বাইরে চলে যাই। ভাবছেন ট্রেনেও তো ভিড়, উঁহু, ট্রেনেও নয় প্লেনেও নয়, গাড়িতে। সেজন্যে খরচ কম। দু'বছর অন্তর নতুন গাড়ি আমাকে কিনতেই হয়। আগে ছিল জাগুয়ার, এখন কিনেছি Austin, A 90, sporting model, convertable type, জানেন তো ?

দেবব্রত। হুঁ, খুব interesting.

বিমল। (Case থেকে সিগারেট বার করে) আসুন।

দেবব্রত। ধন্যবাদ, আমি খাই না।

বিমল। আপনি বেশ হিসেবী লোক দেখছি, সিগারেট খান না। আমি তো মারা পড়লাম। Daily তিন প্যাকেট, যত না খাই, offer করতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। আর বলবেন না, দিন দিন কলকাতা যা expensive হয়ে পড়ছে, এই স্যুটটাই ধরুন না। কি সাংঘাতিক দাম বলুন তো, (কোটের ডান দিকের ভেতর অংশে লেবেল দেখিয়ে) অর্থাৎ John Burnes-এর তৈরি বুঝতেই পারছেন, কাটটাই চমৎকার।

দেবব্রত। বিজ্ঞাপনে পড়েছি বটে একজন unsmart লোককেও বুঝি এদের স্যুট smart করে দেয়।

বিমল। (সে কথায় কান না দিয়ে) Pant-এর fall-টা দেখুন, অন্য কত দোকানে তো করিয়েছি, এরকমটা পারে না। তবে expensive, এ টাইটা যতই চটকান ক্রীজ্ পড়বে না। (টাইটা রোল করে দেখায়) All silk, made in England. আমার এক বন্ধু বিলেত থেকে সম্প্রতি ফিরেছে। তার সঙ্গে এক ডজন আনিয়েছি।

দেবব্রত। খুব interesting.

বিমল। ইংরিজীতে বলে না, A gentleman is known by his collar and his shoes. আমার Collar দেখুন আর এই shoe-টাই, দেখুন (টেবিলের উপর জুতোটা তুলে দেয়) Italian shoe, and it shines. নিজে রোজ পরিষ্কার করি, তা না হলে কি আর জুতো থাকে। (হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আশাদি তো বড্ড দেরি করছে। আমার আজ আবার তাড়া আছে কিনা, সিনেমার টিকিট কেটে রেখেছি।

দেবব্রত। সিনেমা, এখন ?

বিমল। রাত্রি ন'টার শো, আমার ঐ বদঅভ্যেস, রাত্রি ন'টা ছাড়া সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না। আপনি বুঝি—

দেবব্রত। যাই কম, তবে গেলে ম্যাটিনি শো—

বিমল। ম্যাটিনি ?

দেবব্রত। হ্যাঁ, টিকিটের দাম কম।

বিমল। এ সপ্তাহের লাইট হাউসের বইটা দেখেছেন নাকি ?

দেবব্রত। না দেখিনি, গল্পটা ভালো, খাস ইংরিজী। তবে American Production তো—Director গল্পটা বুঝতে পারলে হয়। ঘোড়াকে না গাধা বানায়। সেই ভয়ে হলিউডের বই দেখা একরকম প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

বিমল। আশ্চর্য লোক মশাই আপনি, ইংরিজী বই না দেখলে আপনি দেখেন কি? হিন্দী আর বাংলা ছবি? ছ্যা, ছ্যা, আমার তো ঘুম পেয়ে যায়।

দেবব্রত। তার অবশ্য কারণ আছে।

বিমল। মানে?

দেবব্রত। বাঙালীর সব চেয়ে খারাপ লাগে বাংলা ছবি। কারণ বাংলাটা সে পুরো বুঝতে পারে। তার চেয়ে ভালো হিন্দী, ভাষাটা কম বোঝে। আর যা দেখে তাই ভালো লাগে ইংরিজী ছবির। কারণ ওটা কিছুই বুঝতে পারে না।

বিমল। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন—এই যে আশাদি'।

[ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে আশার প্রবেশ। দেবব্রতর ছাতাটা সরিয়ে পেছন দিকে রেখে টেবিলে চা দেয়]

বিমল। ভদ্রলোক কি বলছেন শোন না। আমরা নাকি ইংরিজী বই বুঝি না বলে ভাল বলি—

আশা। উনি যে ইংরিজীর মাস্টার, তাই সবাইকে মুখ্যু মনে করেন।

বিমল। ও, তাই আপনার মুখটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি সরমাকে পড়াতেন, না।

দেবব্রত। কোন্ সরমা?

বিমল। সরমা রায়, কিড্ স্ট্রীটে থাকে। যার বাবা ব্যারিস্টার, মস্ত বড় কুকুর আছে, আগে একটা প্যাকার্ড ছিল, এখন একটা M. G. কিনেছে।

দেবব্রত। হ্যাঁ, কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। প্রায় বছর চারেক আগে।

বিমল। আপনাকে ওদের বাড়িতেই দেখেছিলাম। সরমা যা মজার মজার গল্প বলত আপনাকে নিয়ে।

দেবব্রত। গল্প! আমাকে নিয়ে?

বিমল। (হাসতে হাসতে) সরমা নাকি আপনাকে একদিন অনেকক্ষণ পোজ্ দিইয়ে ছবি তুলেছিল, ওর ক্যামেরায় কিন্তু filmই ছিল না।

[দেবব্রত শুনে গম্ভীর হয়ে যায়]

দেবব্রত। ও এসব বলেছে নাকি ?

বিমল। এই নিয়েই তো আমাদের হাসি-ঠাট্টা হোত। ভারি দুষ্টু মেয়ে। ও আবার কি করত জানেন, আপনি যেদিন খুব বেশী মন দিয়ে পড়াতেন, মানে ঘণ্টা দু' তিন ধরে কবিতার রস নিংড়ে তেতো করে ফেলতেন, ও তখন 'যাই' বলে সাড়া দিয়ে উঠে চলে যেতো। যেন কেউ তাকে ভেতর থেকে ডাকছে, আসলে অবশ্য—

দেবব্রত। কেউ ডাকত না, এই তো ? এ আমি জানতাম—

[বিমল জোরে হো হো করে হাসে]

আশা। এখন নিজেকে একটু বোকা-বোকা লাগছে না ? আপনার মত বিদ্যেদিগ্‌গজ এমন প্রফেসার একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে বোকা বনে গেলেন !

দেবব্রত। আমার কথাটাই ফেরত দিলেন দেখছি।

আশা। ক্ষতি কি, নিজেরই জিনিস তো।

দেবব্রত। আমাদের জীবনে এই এক মুশকিল, পয়সার জন্যে এমন অনেককে পড়াতে হয় যাদের পড়িয়ে কোন লাভ নেই। এ আমি দেখেছি, বড় লোকের ছেলেদের লেখাপড়া হয় না।

বিমল। তার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ আমি। স্কুলে যতদিন ছিলাম সব কটা ক্লাশ পেরিয়ে গেছি, কি করে জানেন ?

দেবব্রত। কি করে ?

বিমল। মাইনে দিয়ে সব কটা মাস্টারকে বাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। সময় মত তারা এসে চা খেতেন, গল্প করতেন, কেউ

কেউ আবার মেকানো দিয়ে খেলনা তৈরি করতেন। তাই কোন বছর প্রোমসনে আটকায়নি।

দেবব্রত। তারপর ?

বিমল। ম্যাট্রিকুলেশানটা আর পেরুন গেল না। দু' তিনটে একজামিনার ধরে ফেলেছিলাম, বাকীগুলো যে কোথায় কেউ হদিশ দিতে পারলো না। বার দুই চেষ্টা করেও যখন হোল না, আর মাথা ঘামাইনি।

দেবব্রত। এখন কি করা হয় ?

বিমল। কিছুই না।

দেবব্রত। তাহলে ?

বিমল। তাহলে, মানে ভাবছেন, চলে কি করে ?

আশা। ওর জমিদারী আছে।

দেবব্রত। ওতে বেশীদিন নবাবী চলবে না, সব কেড়ে নেবে।

আশা। এ সে জমিদারী নয়। ওর জ্যাঠামশাই নামজাদা লেখক—পূর্ণচন্দ্র—

দেবব্রত। তাই নাকি। আপনি পূর্ণবাবুর ভাইপো ?

আশা। শুধু ভাইপো নয়, একমাত্র উত্তরাধিকারী, গাড়ি বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিন, ওঁর বই ছাপাতে গেলে, থিয়েটার করলে, ছবি তুললে, বিলুবাবুকে দক্ষিণা দিতে হয়।

দেবব্রত। কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? সারাদিন সময় কাটান কি করে ?

বিমল। (হো হো করে হেসে) আপনি এই ভাবছেন, আমি তো সময়ই পাই না। সকালে ঘুম থেকে উঠে কাগজ উল্টে ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে বেরুতে বেরুতেই এগারটা। তারপর মনে করুন টেনিস, Cricket, হকি, ব্যাড্মিণ্টন মোটর রেস।

দেবব্রত। সেকি, এত রকম খেলা করেন ?

বিমল। কোনটা খেলি, কোনটা দেখি! সব নির্ভর করছে

সময়ের ওপর। তা ছাড়া মোটর রেসিং, সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধু, বান্ধব, হোটেল রেস্তরাঁ। ওরে বাপরে বাপ, দুমাসে একবারের বেশী কোন বন্ধুর সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

দেবব্রত। হুঁ, এ জীবনটা আমি ঠিক জানি না।

বিমল। এই তো সামনের সপ্তাহে আশাদিকে নিয়ে গাড়িতে বেরুব। ভোর পাঁচটায় আমার গাড়ি এসে বাইরে এসে হর্ন দেবে। মালপত্র আগের দিন বোঝাই করা থাকবে। Breakfast বর্ধমানে, Lunch আসানসোল, Dinner রাঁচী, B. N. R. Hotel, কেমন বুঝছেন ?

দেবব্রত। থাকাটা কি রাঁচীতেই ?

বিমল। কিছু ঠিক নেই, হয়ত ওখান থেকে নেতারহাট, কিম্বা হাজারীবাগ। নয়ত আবার গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে সিধে দিল্লী। অত সব Plan আমার ধাতে সয় না। ধরুন আপনাকে যদি কলকাতার বাইরে যেতে হয়, কতক্ষণে রেডী হতে পারবেন ?

দেবব্রত। বলা খুব শক্ত।

বিমল। আর আমার কথা শুনবেন, বাড়িতে চাকরটাকে দিয়ে তেল মাখাচ্ছি, চান করতে যাব, হঠাৎ মনে হোল বর্ধমানের মিহিদানার কথা। চান সেরেই বেরিয়ে পড়লাম, চায়ের সময় বর্ধমান—

আশা। বিলুর সঙ্গে কথায় আপনি পারবেন না।

দেবব্রত। এখনও বিয়ে করেন নি বুঝি ?

বিমল। না, কেন ?

দেবব্রত। তা হলে কথা বলাটা একটু কমবে। আর কথা বাড়াব না, এবার উঠি।

বিমল। কেন, আমার সঙ্গে চলুন না, আপনাকে একটা লিফ্ট্ দেব।

দেবব্রত। সে মন্দ নয়, কিন্তু আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

বিমল। আমি যাব উত্তরে।

দেবব্রত। আমি যাব দক্ষিণে।

বিমল। তাহলে ?

দেবব্রত। এক হতে পারে ট্রাম লাইনে আমায় ছেড়ে দিন।

বিমল। Gladly. আমি চট্ করে আশাদি'র সঙ্গে দরকারি কথাগুলো সেরে নি।

দেবব্রত। না, না, তা হলে আমার দেরি হয়ে যাবে।

বিমল। আহা, আমারও কি দেরি করবার সময় আছে। বাড়ি যাব, খাব, একটি বন্ধুকে তুলব, তারপর সিনেমা। আশাদি আমার দিকের কাজ সব Complete হয়ে গেছে। এক নম্বর গাড়ির ওপর ক্যারিয়ার লাগানো হয়ে গেছে, দু'নম্বর সার্ভিসিং-এর জন্যে গাড়ি বুক করে দিয়েছি, তিন নম্বর—

আশা। এত সব করার কিছু দরকার ছিল না, আমি তো বলেই ছিলাম আমাকে জিজ্ঞেস না করেই—

বিমল। শেষকালে দেরি হয়ে যাবে যে।

দেবব্রত। আপনারা কবে বেরুচ্ছেন ?

বিমল। দিন ঠিক করিনি, তবে সামনের সপ্তাহে। আশাদি অফিস থেকে ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ব।

দেবব্রত। আপনি বুঝি Officeএ কাজ করেন ?

আশা। হ্যাঁ, Travel Agencyতে।

বিমল। ওমা, তোমায় বলতেই ভুলে গেছি, পিসেমশাই দিল্লী থেকে চিঠি দিয়েছেন। সত্যিই Education Departmentএ দুটো Post খালি হয়েছে। কাগজে তার নোটিশও বেরিয়েছিল, এই তার কাটিংস, তুমি যদি চাও তো বল আরও details পাঠাতে বলবো।

আশা। না এখন থাক, দরকার নেই।

বিমল। যাক্, এতদিনে তাহলে সুবুদ্ধি হয়েছে, জানেন মশাই, আশাদি'র যখন যে ভূত মাথায় চাপে তখন যদি কারুর কথা শোনে। ক'দিন থেকে আমাকে পাগল করে মারছিল, দিল্লীতে চাকরি করতে ও যাবেই, এখন দেখছি সেটা মাথা থেকে নেমেছে।

দেবব্রত। দেখুন আবার অন্য কোন ভূত মাথায় চাপলো কিনা।

আশা। তার মানে ?

দেবব্রত। একবার ভূতে-পাওয়া রোগে ধরলে কি আর রক্ষে আছে। এ একেবারে ম্যালেরিয়া, কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

আশা। (হো হো করে হেসে) আপনার তো বেশ Sense of humour আছে। সত্যি প্রফেসার বলে মনেই হয় না।

দেবব্রত। এটা কি Complement ?

আশা। যদি মনে করেন তাই।

দেবব্রত। ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি তা হলে চলি, আপনার বোধ হয় দেরি হবে।

বিমল। না, না চলুন। আচ্ছা আশাদি, পারি তো কাল একবার আসব।

দেবব্রত। নমস্কার, আবার হয়ত দেখা হবে।

আশা। এ পথ দিয়ে গেলে নিশ্চয় আসবেন। অনেকগুলো কথা আজ শুরু করেছিলাম। শেষ হোল না। পরে যখন দেখা হবে সেই সূত্রগুলোই টেনে বার করা যাবে, কি বলুন ?

দেবব্রত। বেশ, সেই কথাই রইল।

[দেবব্রত আর বিমল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কথা বলে]

দেবব্রত। আপনার জন্যে আজ আর হাঁটতে হোল না।

বিমল। ট্রাম স্টপেজ পর্যন্ত আর কতটুকু পথ ?

দেবব্রত। তা প্রায় এক মাইল।

বিমল। এদিকে আপনি প্রায়ই আসেন বুঝি ?

দেবব্রত। সপ্তাহে তিন দিন। একটি ছাত্র আছে, এই সামনের রাস্তা দিয়ে দুটো মোড় ছেড়ে বাঁ দিকে যেতে হয়।

বিমল। (অন্যমনস্কভাবে) ও। এক মিনিট দাঁড়াবেন স্যার, (পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে) আশাদি'কে কাগজটা দিয়ে আসি।

[সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই বিমল ভেতরে চলে যায়। দেবব্রত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে। আশা চায়ের পেয়ালাগুলো ট্রেতে জড় করছিল।]

আশা। কিরে বিলু, ফিরে এলি যে ?

বিমল। তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো ? কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।

আশা। না ভালই আছি।

বিমল। কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না, কি হয়েছে বল।

আশা। ওঁকে মিছিমিছি আটকে রেখো না বিমল, হয়ত ওঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিমল। আমি তো এখুনি যাচ্ছি।

আশা। না, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

বিমল। ও। (দরজার কাছে গিয়ে দেবব্রতকে) স্যার, আমার বোধ হয় একটু দেরিই হবে।

দেবব্রত। আমি তো আগেই চলে যেতে চাইছিলাম। আপনারা গল্প করুন। আবার পরে দেখা হবে।

বিমল। কিছু মনে করলেন না তো, বুঝলেন কিনা, মানে আমি ভেবেছিলাম।

[দেবব্রত হাসতে হাসতে চলে যায়, বিমল ভেতরে ঢুকে]

বিমল। বেশ হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু মুশকিল হ'ল কি আশাদি, একবার বসলে আর উঠতে চান না।

আশা। অনেকগুলো কথা তোমায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলা দরকার।

বিমল। বল।

আশা। তোমাকে আমি আসতে বারণ করেছি তবু কেন এসেছ?

বিমল। বাঃ, এদিকে যে দরকারী কথা ছিল।

আশা। তুমি এখনও ছোট ছেলে, বুঝতে পারছ না। তুমি যে প্রায়ই এখানে আস তোমার বাড়ির লোক সেটা ভাল চোখে দেখে না।

বিমল। না দেখলো তো বয়েই গেল। ওরা তো তোমায় হিংসে করে, তোমার নামে যা-তা মিথ্যে কথা বলে।

আশা। সেই বাড়িতেই যখন তোমায় থাকতে হবে, বাড়ির লোককে চটিয়ে তো কোন লাভ নেই। তোমার সামনে কত বড় জীবন পড়ে রয়েছে। তোমাকে ঘিরে বাড়ির সকলের কত সাধ আহ্লাদ করার ইচ্ছে।

বিমল। (হেসে) কি আশ্চর্য কথা বলছ তুমি, তাদের সাধ আহ্লাদে আমি তো কোন বাদ সাধিনি। তোমার কাছে আসি তো কি হয়েছে, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। মধুপুরে যখন প্রথম দেখা হয় তখনই আমার মনে হয়েছে তুমি আমার কত আপনার।

আশা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সে আমি জানি।

বিমল। তুমি কিছুই জানো না। জানলে একথা বলতেই পারতে না। তোমার একটা ছবি আমার ঘরে আছে, তাই নিয়ে আমার মাসীরা ঠাট্টা করে। করুক না কত করবে, তারা তো তোমাকে চেনে না।

আশা। বোকা ছেলে। এ পৃথিবী যে কত গোলমেলে, কত জটিল তা তোকে আমি কি করে বোঝাব। আমি চাই না তোর কোন ক্ষতি হোক। সত্যিই যদি তুই আমাকে শ্রদ্ধা করিস, দিদির মত ভালবাসিস, তাহলে আর এ বাড়িতে আসিস্ না। আমায় কথা দে—

বিমল। এ তুমি কি বলছ আশাদি'—

আশা। (উত্তেজিত হয়ে) ঠিক বলছি, আমি ঠিক বলছি। ওরা তোর কত ক্ষতি করবে। আমি তোকে মুক্তি দিতে চাই। যেখানে নির্ভয়ে তুই থাকতে পারবি।

বিমল। (কাছে এসে) কি তুমি আবোলতাবোল বকছ, খুলে বল কি হয়েছে।

আশা। সে আমি বলতে পারব না, আমার বিবেক বলতে দেবে না। বিমল, লক্ষ্মী সোনা আমার। তুই আর কিছু জানতে চাস্ না। আমার কথা রাখ, এখান থেকে চলে যা।

বিমল। যেতে যখন বলছ নিশ্চয় যাবো। আর তোমাকে জ্বালাতন করব না। সত্যিই কি আশ্চর্য, না আশাদি', যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, সেই স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়ে দিতে চায়। বাবা মারা গিয়েছিলেন আমার ছোটবেলায়, একরকম তাঁকে বোঝবার আগেই। শুনেছিলাম তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। যত বড় হতে লাগলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসাও আমার বাড়তে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, মাকে আমি কিছুতেই ভালবাসতে পারিনি।

আশা। সেটা উচিত নয় বিমল, তোমার মা এর জন্যে দুঃখ পান—

বিমল। যা মার কাছ থেকে কখনও পেলাম না, পেলাম তোমার কাছে। কত আবদারই না সহ্য করেছ, যাক্ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, যখন বলছো, বেশ কিছুদিন এখন আসবো না।

আশা। কিছুদিন নয়, যতদিন না আমি জানাব।

বিমল। তাই হবে। (একটু থেমে) হাজারীবাগে কবে যাবে জানিও।

আশা। হাজারীবাগেও আমি যাবো না বিমল।

বিমল। যাবে না, তাহলে খোকার সঙ্গে—

আশা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দেখা করবো না।

বিমল। এ তুমি কি বলছ আশাদি, খোকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে এতরকম কল্পনা করলে, আমি সেইমত ডাক-বাংলো ঠিক করলাম, সবরকম ব্যবস্থা করলাম। এখন তুমি বলছো যাবে না, কি হয়েছে তোমার বল।

আশা। আমি অনেক ভেবে দেখলাম খোকাকে আর নিজের সঙ্গে না জড়ানোই ভালো। ও যে রকম মানুষ হচ্ছে, সেই রকমই হোক। তাইতেই ওর ভালো হবে।

বিমল। তা কখনও হয়, খোকা তোমাকে পেলে কত সুখী হবে। পাগলামী কোর না, চল তুমি আমার সঙ্গে হাজারীবাগে।

আশা। না, না, বিমল তা হয় না। খোকা যা জানে তাই সে জেনে থাকুক, তার মা নেই, মারা গেছে। কত মা-মরা ছেলে মানুষ হচ্ছে, খোকাও হবে।

বিমল। এতে কি লাভ হবে আশাদি ?

আশা। তুই যে রকম তোর বাবার কথা ভাবিস, শ্রদ্ধা করিস, খোকাও তার মায়ের জন্যে চোখের জল ফেলবে, ভালবাসবে। সেই আমার পরম লাভ। সামনাসামনি দেখা হলে, আমার এই জীবনের কথা জানলে ও দুঃখ পাবে। হয়ত পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে। না, না, আমি দেখা করবো না।

বিমল। তুমি যে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

আশা। তাইতো চাই, হচ্ছে কই ? খোকার বাবা আছে, সমাজ আছে, টাকা পয়সা আছে, আর কি চাই, ও ঠিক মানুষ হবে।

বিমল। তোমার চেহারা দেখে আমার ভারি ভয় করছে, কোনরকম অসুখ করেনি তো।

আশা। এখন তুই যা বিমল। আর আসবি না। আমি না-ডাকলে আর আসবি না। আমায় কথা দে তুই বড় হবি,

মানুষের মত মানুষ হবি, দশজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবি, লোকে আমায় হিংসে করবে। কথা দে আমায় বিমল—

বিমল। (পায়ে হাতে দিয়ে) কথা দিচ্ছি আশাদি। এখন আমি আসি। [প্রস্থান]

[বিমল চলে গেলে আশা একটু দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে গোছগাছ করতে থাকে। কোণের দিকে দেবব্রতর ছাতাটা দেখে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে, ছাতাটা কোণেই রেখে দেয়। একটু পরে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। বাইরে গ্যাসের আলো জ্বলছে। একটু পরে রবি দত্ত আলোর নিচে এসে দাঁড়ায়, বয়েস পঁয়তাল্লিশ, লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ নাক, ওলটান চুল, চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে, পরণে কড়ের প্যান্টের ওপর গলাবন্ধ সোয়েটার, হাতে ফ্যাইল আর ব্যাগ। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। আলো জ্বালায়। ক্লান্তভাবে সোফায় বসে পড়ে। একটু বাদে উঠে গিয়ে চাবি দিয়ে দেরাজ খুলে ছোট হুইস্কীর বোতল বার করে টেবিলে রাখে, পাশের ঘর থেকে গেলাস আর সোডা এনে, ঢেলে পান করে।]

[আশার প্রবেশ]

আশা। কখন এলে ?

রবি। এখুনি।

আশা। ডাকনি যে।

রবি। বড় টায়ার্ড লাগছিল তাই। হুইস্কি খাচ্ছি। তুমি খাবে নাকি ?

আশা। না, আমার শরীরটা ভাল নেই।

[দু'জনেই চুপচাপ। আশা একটা বইএর পাতা ওল্টাচ্ছে, রবি দত্ত গেলাস হাতে কি ভাবছে]

রবি। বিমল এসেছিল ?

আশা। হ্যাঁ।

রবি। ওকে বলেছ ?

আশা। না।

রবি। কেন?

আশা। বলার ঠিক সুযোগ পেলাম না।

[রবিদত্ত একদৃষ্টে আশার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে]

রবি। একটা সত্যি কথা বলবে?

আশা। বলব।

রবি। যদি সুযোগ পাও তাহলেও কি বিমলকে কথাটা বলবে, না, বলবে না।

আশা। বোধ হয় না।

রবি। (ক্ষেপে গিয়ে) তার মানে তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ। আজ এক সপ্তাহ ধরে তোমাকে একটা কথা বলছি, আজ বলব, কাল বলব বলে কথা ঘুরিয়ে পরিষ্কার বলে দিলে বলতে পারবে না।

আশা। কি করব বল, আমি পারব না।

রবি। কেন পারবে না, বিমল তোমার কে? একটা ভ্যাগাবণ্ড, লোফার, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, একটা ছবির টাকা ফাইনান্স করা তার পক্ষে কিছুই অসুবিধে নয়।

আশা। যদি ছবি না চলে, যদি লোকসান হয়!

রবি। ব্যবসায়ে লাভ লোকসান আছেই।

আশা। তাহলেও আমি বলতে পারব না।

রবি। (উঠে পায়চারি করে) পাছে বিমলের দু' পয়সা লোকসান হয় এই ভাবতেই তুমি গেলে। আর আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল, তা নিয়ে এতটুকু ভাববার দরকার মনে করলে না।

আশা। আজ আর কথা বাড়িয়ে দরকার নেই রবি, শরীরটা ভাল লাগছে না, গিয়ে বরং শুয়ে পড়ি।

রবি। আমি জানি আমার কাছ থেকে তোমার মন অনেক দূরে চলে গেছে। যাক্‌গে, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই।

[আশা চোখ তুলে রবির দিকে তাকায়]

রবি। ওরকম ভাবে তাকিও না। ও চোখ দেখে অনেক ভুলেছি। আর ভুলব না।

আশা। আমাকে বিশ্বাস কর রবি, সত্যিই আমার শরীরটা ভাল নেই। তুমিও বোধহয় খুব প্রকৃতিস্থ নও। বরং কাল সকালবেলা—

রবি। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ। আজ যে চোখ দিয়ে আমাকে ভৎর্সনা করছ, সেই চোখ দিয়েই একদিন আমার করুণা ভিক্ষা চেয়েছো। আমি একটা গাধা ছিলাম, তাই তোমার মায়ায় ভুলেছি, ফাঁদে পা দিইছি।

আশা। (কপালে হাত দিয়ে) আর আমি পারছি না। তোমার ঐ প্রত্যেকদিনের প্রলাপ শুনতে শুনতে আমি একদিন পাগল হয়ে যাব।

রবি। কিছুই হবে না, তুমি দিব্যি থাকবে। জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাব আমি। প্রডিউসার রবি দত্ত, ডিরেক্টার রবি দত্ত, বড় বড় গাড়ি বাড়ির মালিক রবি দত্ত। ওঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন। ছবির পর ছবি ফ্লপ, এখন আমি একটা সাধারণ লোক। দু'বেলা খাওয়ার পয়সা জোটে না। তার ওপর নিজের সংসার আর তোমার মত একটা হাতি পোষা।

আশা। তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা যতদিন বাঁচব মনে রাখব। মাতাল স্বামীর হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছ, স্বেচ্ছায় আশ্রয় দিয়েছ। তোমার মন্দ হোক এতো আমি কখনও চাইনি।

রবি। থাক্, আর ঢঙ্ করে কথা বলতে হবে না। তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকী নেই। আমাকে দরকার ছিল তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে, ব্যস্, এখন আর কি। কিসের জন্যে আমার এতখানি অধঃপতন হ'ল, বলতে পারো ?

আশা। যদি তোমার অধঃপতন হয়ে থাকে তার কারণ তুমি

নিজে, কি করে ফাঁকি দিয়ে ছবি তুলে টাকার মিনার তৈরি করবে সেই চেষ্টাই করেছ, তার মধ্যে কোনদিন তোমার আন্তরিকতা ছিল না। ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই, তুমিও হয়ত পড়েছ।

রবি। (ব্যঙ্গ করে হাততালি দিয়ে) এঙ্কোর, এঙ্কোর, চমৎকার ডায়লগ্‌টা মুখস্ত করেছ, লেখাটা কার, তোমার বিলুবাবুর নয় ত?

আশা। সে যারই হোক, কথাটা তুমি অস্বীকার করতে পার? তোমার বন্ধুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে বটে, কিন্তু তার মধ্যেও তোমার উদ্দেশ্য ছিল।

রবি। কি?

আশা। তুমি চেয়েছিলে আমাকে ছবিতে নামিয়ে বিনে পয়সার হিরোইন তৈরি করতে। এমনই দুর্ভাগ্য, যাতে পার্ট করলাম সে বই চলল না। সেই থেকেই তোমার মেজাজ খারাপ। আজ আমি ভাল অভিনেত্রী হতে পারলে রবি দত্ত বোধ হয় এই রকম ভাবে কথা বলতো না।

রবি। কিন্তু তুমি কি চাও না আমি আগের মত দাঁড়াই, আগের মত ছবি তুলি, অনেক টাকা পাই, মানুষের মত বেঁচে থাকি।

আশা। নিশ্চয়ই চাই।

রবি। (নরম গলায়) তা হলে তুমি বিমলকে বলে এই টাকাটা আমায় যোগাড় করে দিচ্ছ না কেন? সত্তর থেকে আশি-হাজার। এবার আমি মার খেতে পারি না। এমন ভাবে গল্প ফেঁদেছি, এতে ট্র্যাজেডী আছে, কমেডী আছে, গান আছে, নাচ আছে। এতদিনের অভিজ্ঞতা, যা যা থাকলে বই চলে, আমি দেখেছি এতে সব আছে। আমি বলছি তোমায় আশা, এটা হবে একেবারে হিট্ ছবি। কলকাতায় একেবারে চারটে হলে open করবে, দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন, কাগজে কাগজে ছবি, চৌরঙ্গীর মাথায় নিয়ন লাইট জ্বলছে নিভছে। রবি দত্তর নতুন বই। হাজার

হাজার লোক রোজ দেখতে যাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি তারা রোজ হাততালি দিচ্ছে।

[রবি দত্ত হুইস্কীর গ্লাসটা তুলে নেয়]

আশা। (বাধা দিয়ে) আর খেও না, আজ বেশি হয়ে গেছে।

রবি। (উচ্ছাসভরে) না, না, তুমি বল এ টাকা আমায় যোগাড় করে দেবে। এই হবে আমার শেষ চেষ্টা, আমি জানি তুমি বল্লেই বিমল টাকা বার করে দেবে। ও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

আশা। (কঠিনস্বরে) সেইজন্যেই তো আমি বলতে পারবো না।

রবি। বলবে না ? (রাগের স্বরে)

আশা। না। তুমি যে ছবি তুলবে বলছ, না তোলাই ভাল, কেউ দেখবে না। যুগ বদলেছে, আগেকার দিনের নাচ, গান আর সস্তা রোমান্সের বই আজকের লোক চায় না। তোমার কিছু বক্তব্য থাকলে তা শুনবে, যা তোমার নেই।

রবি। এ নিয়ে আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। টাকা আমি যোগাড় করব। ছবি আমি তুলব, সে যার কাছ থেকেই হোক। তবে আজ একটা স্পষ্টাপষ্টি বলা দরকার, আমার অবস্থা পড়ে গেছে। তোমার খরচা চালাবার মত পয়সা আমার নেই।

আশা। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ গত ছ'মাসের মধ্যে কোন টাকাই আমি তোমার কাছ থেকে নিইনি।

রবি। (রেগে গিয়ে) বাড়ি ভাড়াটা তো দিতে হবে। হাজার টাকা পাওনা হয়েছে। রোজ এসে বাড়িওয়ালা তাগাদা মারে।

আশা। বেশ, ও টাকাও আমি যোগাড় করে দেবো।

রবি। খুব যে টাকার গরম দেখাচ্ছ। তবে আর দেবে কেন, দাও, ভাড়াটা চুকিয়ে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।

আশা। আজ তো আর টাকা নেই।

রবি। নেবে তো সেই বিলুবাবুর কাছ থেকেই, তবে এক লাইন লিখে দাও, আমিই টাকাটা তুলে নি।

আশা। সে ঠিক হবে না।

রবি। না, কিছুই ঠিক হবে না। পাছে বিলুবাবু কিছু মনে করে। তার জন্যে আমাকে যতই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হোক্ না কেন। আমি আজ কোন কথা শুনব না। হাজার না হোক পাঁচশ' টাকা আমার আজই চাই। এই কাগজে লিখে দাও বিলুবাবুকে—

আশা। আমি লিখব না—

রবি। একশ'বার লিখ্‌বে (আশার চুলের মুঠি ধরে)

[একটু আগেই দেবব্রত আলোর কাছে এসেছিল, দরজা ঠেলে ঢোকে]

দেবব্রত। মাপ করবেন।

রবি। কে?

আশা। (বিস্ময়ে) প্রফেসার?

দেবব্রত। আমার ছাতাটা ফেলে গিয়েছিলাম।

আশা। ও, হ্যাঁ।

[দেবব্রত এগিয়ে গিয়ে ছাতাটা নিয়ে আসে]

দেবব্রত। বড় রাত হয়ে গেল, ট্রামে করে তিন স্টপেজ গিয়ে হঠাৎ ছাতার কথা মনে পড়ল, তাই ফিরে এলাম।

রবি। (বিরক্ত হয়ে) ছাতা তো পেয়ে গেছেন, এখন যেতে পারেন। নমস্কার।

দেবব্রত। একবার কলমটা দেবেন? (টেবিলের কাছে বসে পড়ে)

রবি। কেন?

দেবব্রত। দিন্ না।

রবি। এতো আচ্ছা লোক, কে আপনি?

দেবব্রত। সে জেনে আপনার খুব লাভ হবে না, কলমটা দিন।

[রবি দত্ত বিরক্ত হয়ে কলমটা দেয়]

রবি। কি লিখছেন ?

দেবব্রত। চেক।

রবি। কিসের ?

দেবব্রত। বাড়িভাড়া। আপনার নাম ?

রবি। রবি দত্ত।

দেবব্রত। ক্রস্ করে দিলাম, পাঁচশ' টাকা।

রবি। ও। (চেক হাতে নিয়ে) এক কথায় পাঁচশ' টাকার চেক ? এতই যদি মহৎ প্রাণ আপনার পুরো হাজার টাকাই লিখে দিন না।

দেবব্রত। ব্যাঙ্কে থাকলে দিতাম।

রবি। ধন্যবাদ। (আশার কাছে গিয়ে) এমন অনেকেই যাতায়াত করছে বুঝি ? এটা আমার জানা ছিল না।

[আশা মুখ ফেরাবার আগেই রবি দত্ত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চায়। দেবব্রত উঠে দাঁড়ায়]

দেবব্রত। আরে মশাই, যাচ্ছেন কোথায়, শুনুন।

রবি। (দরজার কাছ থেকে) কি ?

দেবব্রত। একটা রসিদ লিখে দিয়ে যান ।

রবি। কিসের ?

দেবব্রত। চেকটা যে পেলেন !

রবি। বেশ, কোথায় লিখব ?

দেবব্রত। এই আমার খাতার পেছনেই লিখে দিন।

রবি। কি লিখব।

দেবব্রত। লিখুন আমার নাম Prof. Debabrata Ghose,

ঠিকানা 30, Circus Avenue, Calcutta, তারপর বাঁধা গৎ, (আশাকে) আপনার নামটা ?

রবি। (বিদ্রূপ করে) নামটাও জানা নেই বুঝি, আশা চৌধুরী।

দেবব্রত। বেশতো তাই লিখুন, আশা দেবীর বাড়িভাড়া বাবদ ৫০০৲ টাকা পেলেন।

রবি। (লিখে দিয়ে) এই নিন।

দেবব্রত। নমস্কার।

রবি। নমস্কার। (দ্রুত প্রস্থান)

আশা। আমাকে এভাবে অপমান করার কি দরকার ছিল ?

দেবব্রত। কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আশা। (খুব আস্তে) ছি, ছি, রবি কি ভাবলো কে জানে।

দেবব্রত। ভাবাভাবির তো কিছু নেই, উনি টাকা চাইছিলেন, আমি দিয়ে দিয়েছি। এতে ওঁর খুশী হওয়া উচিত।

আশা। খুশী, ওঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ জানেন ?

দেবব্রত। না।

আশা। যদি বলি আমার স্বামী।

দেবব্রত। তাহলে আপনার জন্যে প্রার্থনা করবো ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।

আশা। এখন হাসি-ঠাট্টার সময় নয়, উনি আমার বহুদিনের বন্ধু। একমাত্র বন্ধু যিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।

দেবব্রত। ওঁর কথার ধরনগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম কোন সুবিধাবাদী পাওনাদার। তাই আপনাকে বাঁচাবার জন্যে—

আশা। বাঁচাবার জন্যে! আমাকে বাঁচাবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ?

দেবব্রত। আপনি।

আশা। মানে?

দেবব্রত। সন্ধ্যেবেলা আপনার চীৎকার শুনে ছুটে এসে আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার পর আমিও আপনার বন্ধু হয়ে পড়েছি। ঐ ভদ্রলোকের মত আমিও আপনাকে নতুন জীবন দিয়েছি।

আশা। আপনি আগুন নিয়ে খেলা করবেন।

দেবব্রত। খেলাই যদি করতে হয় এই বুড়ো বয়সে, আমার তো মনে হয় আগুনই ভালো।

আশা। বেশ দেখা যাবে।

দেবব্রত। নিশ্চয় দেখবেন। বেশ রাত হ'ল তা হলে এখন আমি চলি।

আশা। (দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে) না, বসুন।

দেবব্রত। সে আবার কি, যেতে দেবেন না! আশ্চর্য, আমার স্ত্রী এদিকে ঘর-দোর পায়চারি করে মাইল তিনেক হেঁটে ফেল্লেন।

আশা। চুপ করুন আপনি।

দেবব্রত। ওরে বাপ্‌রে বাপ। আপনার যত রাগ দেখছি নিরীহ লোকের উপর। এতক্ষণ তো পাওনাদারের সামনে কেঁচোটি হয়ে বসেছিলেন।

আশা। বলছি তো, উনি পাওনাদার নন।

দেবব্রত। থুড়ি, থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে। আপনার একমাত্র বন্ধু। তবে কি জানেন, অনেক সময় দেখা যায় বন্ধুরাও পাওনাদার হয়ে দাঁড়ায়। মানে বন্ধুরা অনেক উপকার করে তো, তারই সুদ বাবদ আসলটাও উসুল করে নেয়।

আশা। আপনার সঙ্গে রঙ্গ করবার ইচ্ছে এখন আমার নেই।

দেবব্রত। সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব, আমি তাহলে এখন যাই।

আশা। (ধম্‌কে) না, যেতে পারবেন না, বসুন।

দেবব্রত। আরে সর্বনাশ। এ তো দেখছি মোঘলের হাতে পড়েছি, খানা না খাইয়ে বোধহয় ছাড়বেন না।

আশা। বসুন।

দেবব্রত। (বসে পড়ে) বসলাম।

আশা। ঐ খাতাটা দিন।

দেবব্রত। নিন। (খাতা এগিয়ে দেয়)

আশা। ৩০ নং সার্কাস এভিন্যু।

দেবব্রত। ও ঠিকানা দেখছেন। খুব সোজা রাস্তা। যদি বাসে যান আট নম্বর ধরবেন, আধ-ঘণ্টা লাগবে, দশ·পয়সার টিকিট, আর যদি ট্রামে যান্—

আশা। দরকার হলে আমি গাড়িতেই যাব।

দেবব্রত। তাহলে একটু মুশকিল আছে, মানে গলিটা বড় সরু। মোড় থেকে হেঁটে যেতে হবে। পলা আপনাকে দেখলে যা খুশী হবে, নিজের হাতে লুচি ভেজে—

আশা। পলা হয়তো খুশী নাও হতে পারে।

দেবব্রত। কেন ?

আশা। কি বলে আমার পরিচয় দেবেন ?

দেবব্রত। কেন, আমার বান্ধবী, যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে।

আশা। (হেসে) আমার আপত্তি নেই। তবে জানি না স্বামীর এমন একটি বান্ধবীকে কোন স্ত্রী হাসিমুখে গ্রহণ করবে কি না।

দেবব্রত। কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আশা। এ শহরে আশা চৌধুরী খুব অচেনা নয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। সিনেমাতে নেমেছি, তা অনেকেই জানে। পলা না জানলেও জেনে যাবে। তখন কি আপনি মনে করুন পলা খুব খুশী হবে ?

দেবব্রত। মানে, দেখুন আমি ঠিক এ ভাবে ভাবিনি।

আশা। ভাবা বোধহয় উচিত ছিল। ধরুন, যদি পলা শোনে আজ রাত দশটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এই ঘরে আপনি স্বেচ্ছায় বন্দী ছিলেন, তাহলে সে কি ভাববে ?

দেবব্রত। আমি সব খুলে বলব।

আশা। কি বলবেন ? একটি রূপসী যুবতী গলায় দড়ি দিচ্ছিল, আপনি তাকে বাঁচাতে জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলেন। এবং ৫০০৲ টাকার চেক লিখে দিয়ে তার পাওনাদারকে তাড়িয়েছেন। এ আজগুবী গল্প কেউ বিশ্বাস করবে ?

দেবব্রত। উঃ, এসব কি বলছেন। না, না, পলা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না।

আশা। না করার তো কিছু নেই। আপনি যে বিকেলে আমার কাছে ছিলেন তার প্রমাণ বিমল, সে দেখেছে।

দেবব্রত। বিমল !

আশা। রবি দত্তর নামে চেক দিয়েছেন ব্যাঙ্কেই তা বলতে পারবে।

দেবব্রত। রবি দত্ত !

আশা। আর টাকাটা যে আমার বাড়িভাড়া বাবদ দিয়েছেন তার প্রমাণ এই রসিদ। আপনারই খাতার পেছনে লেখা আছে।

দেবব্রত। এসব কেন বলছেন, আপনারা কি আমায় ব্ল্যাকমেল করবেন নাকি ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। (একটু চুপ করে থেকে) এ আমি কি করলাম। পলার হীরের আংটির জন্যে যে-টাকা জমাচ্ছিলাম তাই থেকে আপনার বাড়িভাড়া দিয়েছি। ও ঠিক বুঝতে পারবে, হয়তো আমাকে সন্দেহ করবে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করার জন্য এরকম করিনি।

আশা। (হাসতে হাসতে) কি হোল, আগুন নিয়ে খেলা করবেন না ?

দেবব্রত। না, করবো না। এতেই আমার হাত-পা সব পুড়ে গেছে, আর চাই না।

আশা। ভেবেছিলেন পাঁচশ' টাকার চেক কেটে দিয়ে আমাকে বাঁদী করে রাখবেন। এখন বুঝতে পেরেছেন আশা চৌধুরী সহজ মেয়ে নয়। আমার জালের মধ্যে পা দিলে আর বেরবার পথ নেই।

দেবব্রত। তবে কি এ সবই মিথ্যে, গলায় দড়ি দেওয়া, বাঁচান বাঁচান বলে চেঁচান। এই রবি দত্তর হুম্‌কি। উঃ কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র, কি মারাত্মক ব্যবসা!

আশা। অতটা ভয় নেই, অযথা আপনাদের জীবনটা আমি নষ্ট করে দেব না। (হেসে) আপনার জন্যেও আমার কৃতজ্ঞতা আছে বৈকি, নতুন জীবন দিয়েছেন। অতএব জীবন ধারণের ব্যবস্থাটাও তো আপনাকে করে দিতে হবে।

দেবব্রত। তার মানে?

আশা। যখন যা খরচ হবে সেটার দায়িত্ব আপনাকেই দিলাম। এদিকে ছাত্র পড়াতে যাবার সময় একবার করে দেখা করে গেলেই হবে। যা যা দরকার একটা লিস্ট দিয়ে দেবো।

দেবব্রত। যদি আপনার কথা আমি না শুনি।

আশা। তা হলে পলার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হব।

দেবব্রত। না, না, তা করবেন না। আমি ঠিক আসবো।

আশা। আপাততঃ এখন কিছু দরকার নেই, তবে ঐ বাড়ি-ভাড়ার বাকি পাঁচশ' টাকা সুবিধে মত নিয়ে আসবেন।

দেবব্রত। হুম্।

আশা। কি ভাবছেন?

দেবব্রত। ভাববার তো কিছু নেই। আপনার সব শর্তই আমি মেনে নিলাম।

আশা। এইতো বুদ্ধিমানের মত কথা।

দেবব্রত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমি এখন যেতে পারি?

আশা। আসুন। (দরজা খুলে দিয়ে)

দেবব্রত। (দরজা পর্যন্ত গিয়ে) আমার একটি অনুরোধ দয়া করে রাখবেন?

আশা। বলুন।

দেবব্রত। আমার এত সাধের সংসারটা ভেঙে দেবেন না। পলাকে হারিয়ে আমি সত্যি বাঁচতে পারব না।

আশা। বেশ, কথা দিলাম। আপনি যদি আমার কথা ঠিকমত শোনেন, পলার জীবনটা আমি নষ্ট করে দেব না।

দেবব্রত। আপনার কথার ওপরই বিশ্বাস করে থাকব। নমস্কার।

আশা। নমস্কার।

[নমস্কার বিনিময়। দেবব্রত বেরিয়ে গেলে আশা দরজাটা বন্ধ করে দেয়। চিন্তান্বিত মুখে খাতাটা খুলে দেখে। বাইরে দেবব্রত গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে নোট বইতে বাড়ির ঠিকানা লিখছে। আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আগের দৃশ্যের অনুরূপ। দিন কয়েক পরের ঘটনা। পরদা উঠলে দেখা যায় ঘর অন্ধকার। বাইরে গ্যাসের আলো তখনও জ্বলেনি, কিন্তু আকাশে পড়ন্ত সূর্যের নিস্তেজ আলো আছে। দেবব্রত আগের দৃশ্যের মতই বই ছাতা নিয়ে মঞ্চে ঢোকে। আশা চৌধুরীর বাড়ির দরজার কলিংবেল টেপে। বার দুই শব্দ হওয়ার পর আশা চৌধুরী ঘরে ঢোকে। আলো জ্বালে। পরণে সাধারণ শাড়ী, সবে মুখ ধুয়ে এসেছে, এখনও প্রসাধন হয়নি। দরজা খুলে দেবব্রতকে দেখে অবাক হয়।]

আশা। আপনি ?

দেবব্রত। কেন আর কারুর আসবার কথা আছে বুঝি ?

আশা। না।

দেবব্রত। আমি যে হঠাৎ এসে পড়ব তা বোধ হয় আশা করেন নি।

আশা। (শুকনো গলায়) দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন বসুন।

দেবব্রত—ধন্যবাদ। (টেবিলের ওপর বইগুলো রাখতে রাখতে) আজ আবার এ পাড়ায় ছাত্র পড়াতে এসেছি কিনা। তাই একবার হাজিরা দিয়ে গেলাম।

আশা। সেদিনের কথামত যদি খবর নিতে এসে থাকেন আমার এখন কিছু দরকার আছে কিনা, তাহলে আগেই বলে রাখছি, নেই। আপনি ইচ্ছে করলে ছেলে পড়াতে যেতে পারেন।

দেবব্রত—বিপদ হয়েছে কি জানেন, আপনার এখানে ঢুঁ মেরে যাব বলে একটু সময় হাতে নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম। এখন যদি আপনি আমাকে এক কথায় বিদায় করেন, তাহলে এ সময়টা আমাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে।

আশা। তাহলে বসুন না।

দেবব্রত। আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা এমনই যে প্রাণখুলে কথা বলবারও উপায় নেই।

আশা। কেন?

দেবব্রত। বেশি কিছু বলে ফেল্লে আবার হয়ত কোন প্যাঁচে ফেলে দেবেন। আমি মশাই ছা-পোষা মানুষ, হরদম টাকা চাইলে যোগাব কোত্থেকে?

আশা। বেশ তো, কথা বলবেন না। আপনার হাতে তো অনেক বই রয়েছে, বসে বসে পড়ুন।

দেবব্রত। পড়বার মত বই এর মধ্যে একটাও নেই।

আশা। কেন?

দেবব্রত। এ কতকগুলো কলেজের Text বই, কিছু reference. কিছু নোট, এ সব পড়ানো যায়, পড়া যায় না। আজ আমার ছাত্রকে পড়াতে হবে এমন একজন কবির কবিতা যার লেখা আমি মোটেই ভালবাসি না।

আশা। কার?

দেবব্রত। Tennyson, লেখা অত্যন্ত সাধারণ, বরাত বটে লোকটার, ভিক্টোরিয়ার যুগে পোয়েট লরিয়েট পর্যন্ত হয়ে গেলেন।

আশা—আমার বি. এ. পরীক্ষার সময় Tennyson-এর একটা কবিতা পড়েছিল, বেশ ভালই লেগেছিল কিন্তু।

দেবব্রত। কোন্ কবিতাটা?

আশা—নামটা মনে নেই, তবে একটি মেয়ের কথা, নদীর ধারে প্রাসাদের মধ্যে বসে থাকত। জগৎটাকে সে দেখত আয়নার মধ্যে দিয়ে। প্রথম যখন জীবনের সাড়া এল তখনই আয়না গেল ভেঙে।

দেবব্রত। She left the web, she left the loom
She made three paces thro' the room
She saw the water-lily bloom

She saw the helmet and the plume
She looked down to Camelot.
Out flew the web and floated wide
The mirror cracked from side to side
The curse is come upon me ; cried,
The lady of Shallot.

আশা। আমি কিন্তু অনেক লোক জানি, যারা জীবনের প্রতিবিম্ব দেখেই খুশী, সত্যিকারের জীবনটাকে দেখবার তাদের সাহসও নেই সাধও নেই।

দেবব্রত। (হেসে) এমন গম্ভীরভাবে কথা বলছেন শুনলে মনে হয় জীবনটাকে যেন আপনি দেখেছেন।

আশা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দেখেছি বই কি, বড় বেশি দেখেছি। এতটা না দেখলেই বুঝি ভাল ছিল।

দেবব্রত। এও এক ধরনের অহমিকা, মানুষ সব সময় মনে করে সে যা দুঃখ পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে সেইটাই চরম।

দেবব্রত। (থেমে) একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে আছে, অভয় দেন তো—

আশা। কি?

দেবব্রত। আপনার ছেলে মেয়ে কটি?

আশা। একটি ছেলে। আমার কাছে থাকে না।

দেবব্রত। তার কথা মনে পড়ে?

আশা। পড়ে, কত কথাই মনে পড়ে। সে যেন আর একটা জীবন। (একটু থেমে) ছবি দেখবেন?

দেবব্রত। কার ছবি?

আশা। (উঠতে উঠতে) দেখুন না (দেরাজ থেকে albumটা নিয়ে আসে) এই আমার ছেলে সরোজ তখন তিন বছর বয়েস। পাটনায় থাকতাম।

দেবব্রত। পাটনায়?

আশা। হ্যাঁ, ওখানেই আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল।

দেবব্রত। ইনি বুঝি মিঃ চৌধুরী?

আশা। হ্যাঁ।

দেবব্রত। উনি কি করেন?

আশা। এখন কিছু করেন না। আগে ব্যারিস্টারী করতেন। (একটা ছবি দেখিয়ে) এই দেখুন, খোকন আর একটু বড় হয়েছে। তখন ওর ছ' বছর বয়েস।

দেবব্রত। আপনার বিয়ের সময়কার কোন ছবি নেই?

আশা। এই ছবিটা আমার একুশ বছর বয়সের, বিয়ের কিছু আগে। সবে তখন কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছি।

দেবব্রত। হুঁ, আপনি বেশ সুন্দরী ছিলেন।

আশা। অন্ততঃ লোকে তাই বলতো। তা না হলে আর সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়েকে ওরকম বড়লোক ব্যারিস্টার বিয়ে করবে কেন? (হঠাৎ একটা ছবি দেখিয়ে) এই ছবিটা আমি ইচ্ছে করে তুলিয়েছিলাম, বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসার ঠিক সাতদিন আগে। সরোজকে যেদিন ওর বাবা জোর করে হাজারীবাগের হোস্টেলে পাঠিয়ে দিল।

দেবব্রত। হোস্টেলে, কত বয়েস তখন?

আশা। সাত পূর্ণ হয় নি।

দেবব্রত। এতটুকু বয়েসে হোস্টেলে কেন?

আশা। ওর বাবার ইচ্ছে, তার ওপর কে কথা বলবে।

দেবব্রত। (ছবি দেখতে দেখতে) এই তো রবি দত্ত না?

আশা। হ্যাঁ, হাসছেন যে?

দেবব্রত। এর সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক হবে না। আপনার এমন একজন অকৃত্রিম সুহৃদ।

আশা। আচ্ছা প্রফেসার, আপনার বড় ছেলের বয়েস কত?

দেবব্রত। বোধ হয় বারো।

আশা। বার বছর, কতখানি লম্বা, আপনার কাঁধের কাছে ?

দেবব্রত। (উঠে দাঁড়িয়ে) তা হবে বৈকি। আর কদিন বাদেই আমার জামা কাপড় পরতে শুরু করে দেবে। ছেলেরা যা শীগ্‌গির লম্বা হয়ে যায়। সরোজের সঙ্গে আপনার অনেকদিন দেখা হয়নি বুঝি ?

আশা। ছ' বছর।

দেবব্রত। তাহলে এখন দেখলে তাকে চিনতেই পারবেন না। লম্বা তো হয়েছেই, হয়ত গলার স্বর বদলাচ্ছে, গোঁফও উঠতে পারে।

আশা। (হঠাৎ উঠে পড়ে) চা খাবেন ?

দেবব্রত। হ'লে আপত্তি কি ?

[আশা দ্রুত বাড়ির ভিতর চলে যায়। দেবব্রত রজনীগন্ধার ফুল ফুলদানীতে সাজায় নিজের মনে। একটু বাদে আশা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসে]

দেবব্রত। মজা দেখেছেন, আমরা তো এখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় চাস্পৃহ চঞ্চল চাতকদল। চারটে না বাজতেই চা, চা করি। কিন্তু এ অভ্যেসটি অনেকদিনের পুরনো রীতি। ভারতবর্ষের পাহাড়ী অঞ্চলেই পাতার রস্ টস্ করে লোকে খেত, ওষুধ হিসেবে ব্যবহারও করত।

আশা। (থামিয়ে দিয়ে) আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আমি আপনার ছাত্রী নই।

দেবব্রত। কেন ? শুনতে ভাল লাগছে না ?

[আশা চা এগিয়ে দেয়]

দেবব্রত। ওহো, আপনাকে তো সেই কাগজটাই দেওয়া হয়নি। এই নিন।

আশা। কি এটা ?

দেবব্রত। বাকী পাঁচশ' টাকার রসিদ। আপনার অকৃত্রিম সুহৃদের হাতে দিয়ে সই নিয়ে এসেছি।

আশা। মাসের গোড়ায় পাঁচশ' টাকা দিয়ে দিলেন, পলা যদি কৈফিয়ত চায় কি বলবেন ?

দেবব্রত। সে আপনাকে বলব না, আবার কোন প্যাঁচ ফেলেন যদি।

আশা। না, সে ভয় নেই। আপনি কথা রেখেছেন, আমিও কথা রাখব, পলাকে আমি কিছু বলব না।

দেবব্রত। জানেন, পলার সঙ্গে কিন্তু আপনার অনেক মিল আছে। একটু আগেই যখন আমার গুরুমশাইগিরি ভালো লাগছেনা বললেন, তখন আমার ঠিক মনে হ'ল পলা কথা বলছে।

আশা। পলা তো আমার চেয়ে অনেক ছোট হবে।

দেবব্রত। হ'লে হবে কি, যা ভারিক্কী চাল। আপনার চেয়ে বড় দেখায়।

আশা। এর পরের দিন ওর একটা ছবি নিয়ে আসবেন তো, দেখব।

দেবব্রত। ছবিতে কিন্তু ওর চেহারা তত ভাল ওঠে না। গাল দুটো কি রকম টোমাটোর মত ফুলে ওঠে। সেই জন্যেই তো ও কিছুতেই ছবি তুলতে চায় না।

আশা। আচ্ছা আপনি যেমন সারাক্ষণই পলার গল্প করেন, ওকি আপনার কথা বলে বেড়ায় ?

দেবব্রত। মোটেই নয়। ওর যত সিনেমার গল্প। একটা ছবি দেখে এসে পঁচিশ জায়গায় তার গল্প বলা চাই। (হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) সর্বনাশ, অনেক দেরি হয়ে গেল। ছাত্র বসে থাকবে, উঠে পড়ি।

আশা। আপনাকে একটা কথা বলব কিনা, ভাবছিলাম।

দেবব্রত। বলে ফেলুন, কিন্তু তাড়াতাড়ি।

আশা। একটা application লিখে দেবেন ?

দেবব্রত। কিসের ?

আশা। চাকরির।

দেবব্রত। আপনি তো চাকরি করেন।

আশা। করি, তবে দিল্লীতে একটা খুব ভাল কাজ খালি হয়েছে। Qualification আমার সব আছে। ভাবছিলাম একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

দেবব্রত। বেশ তো, কি লিখতে হবে বলুন।

আশা। আমি একটা লিখেছি, যদি দেখে দেন।

দেবব্রত। দিন দেখি।

[আশা একটা কাগজ এনে দেয়]

দেবব্রত। আমি কিন্তু আর দেরি করবো না। এটা নিয়েই ছাত্রের বাড়ি যাই। এক সময়ে দিয়ে যাব।

আশা। বেশ।

[দেবব্রত দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

আশা। দেখবেন, ভুলে যাবেন না যেন। কালকেই পাঠাব।

দেবব্রত। আপনার কাজে কি ভুল করতে পারি, তাহলেই তো গলার কাছে, (হেসে) নমস্কার।

আশা। নমস্কার।

[দেবব্রত চলে যায়। আশা দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দেয়। রাস্তার আলো ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে। আগের মতই রবি দত্ত এসে চাবি দিয়ে দরজা খোলে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে আশাকে ডাকে।]

রবি। আশা, আশা।

আশা। কি ব্যাপার, কদিন বড় আসনি যে ?

রবি। ব্যস্ত ছিলাম, আর তোমাকেও বিরক্ত করিনি।

আশা। ওঃ।

রবি। (দেবব্রতর চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে) কার সঙ্গে চা খাচ্ছিলে? (আশার কোন উত্তর না পেয়ে বিদ্রূপের স্বরে) প্রফেসার না আর কেউ। বল না, কে, প্রফেসার?

আশা। হ্যাঁ, তাতে কি হোল?

রবি। কিছু না, বেশ ভালো মক্কেল পাকড়েছো দেখছি। মুখখানা তো বোকামিতে মাখানো। তোমার পেছনে টাকা দেওয়া যে ভস্মে ঘি ঢালা তা ও বুঝতে পারছে না। আজ আবার পাঁচশ' টাকা দিয়ে গেছে।

আশা। বোকা কিনা জানি না, তবে মানুষটা ভালো। কোন মতলব নিয়ে সে আমার কাছে আসেনি, যেমন তোমরা এসেছিলে।

রবি। বা, বা, চমৎকার। প্রফেসার তোমাকে রোজ পড়াচ্ছে নাকি?

আশা। আমি তোমায় সব কথা খুলে বলতে পারব না, তবে এটুকু জেনে রাখ, উনি গৃহস্থ, বৌ, ছেলে, মেয়ে নিয়ে এর সুখের সংসার। আমার বিপদ দেখে সাহায্য করেছেন মাত্র—

রবি। আমাকে তুমি কি মনে কর আশা, বিমল, না ঐ প্রফেসারের মত নিরেট মুখ্যু যে তুমি যা বোঝাবে তাই বুঝবো?

আশা। বুঝো না, আমি তো আর বোঝাবার জন্যে মাথার দিব্যি দিইনি।

রবি। নিশ্চয় ওদের স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা নেই, কিংবা প্রফেসারটা চারশ'বিশ, চিরকালই মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

আশা। আমি যদি বলি উনি স্বেচ্ছায় টাকা দেন্‌নি।

রবি। (হেসে) তবে কেন দিলেন? শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যেও না। তোমায় আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি ও একটা বোকা ভালমানুষ লোক, তার জীবনটা নিয়ে আর তুমি ছিনিমিনি খেল না। ক'দিন বাদেই শুনবে প্রফেসার মদ খেতে শুরু করেছে,

তোমাকে কম্প্যানী দেবার জন্যে আর ওদিকে ওর বৌটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এসবে ঘেন্না ধরে গেছে বাবা, আর জ্বালিও না।

আশা। তোমার ভয় নেই রবি। প্রফেসারের কোন ক্ষতিই হবে না। নিজে জীবনে সুখী হইনি বটে, চট্ করে আর একজনকে অসুখী হতে দিই না, যদি সেটা আমার ক্ষমতায় থাকে।

রবি। তাহলে আমার এ অবস্থা হল কেন?

আশা। যার জন্যেই হোক, আমার জন্যে নয়। (একটু থেমে) প্রথম সুযোগেই আমি প্রফেসারের হাজার টাকা ফেরত দেবো। তারপর উনি আর আসবেন না। আমি জানি লোকটা ক্ষ্যাপা, যখন বাড়ির কথা বলে সব ভুলে যায়। পলা, পলা আর পলা। সবটুকুই যেন জুড়ে রয়েছে পলা।

রবি। তোমার নাটুকেপনা থামাবে, এসেছিলাম একটা জরুরী কথা বলতে, যদি অবশ্য শুনতে না চাও—

আশা। দোহাই রবি, অন্ততঃ একটা দিন ঝগড়াঝাটি না করে একটু ভাল হয়ে বোস না।

রবি। তাতে লাভ?

আশা। লোকসানই বা কি?

রবি। ওকি করছ?

[আশা উঠে গিয়ে হুইস্কীর বোতল আর গেলাস নিয়ে আসে]

আশা। কেন খাবে না?

রবি। খাব বৈকি। বিশেষ করে তুমি নিজের হাতে ঢেলে দিচ্ছ।

আশা। কত রাতই তো ঢেলে দিয়েছি।

রবি। সেদিনগুলো তোমার মনে পড়ে? এ বাড়িটায় যখন তোমায় নিয়ে আসি, এ বাড়ির নামকরণ করেছিলাম মধুকুঞ্জ। তোমাকে ঘিরে আনন্দ স্রোত-বয়ে গেছে। হাসি গান, হৈ-হৈ,

তখন আমার মনে হ'ত শুধু আমরাই হাসতাম না, এ বাড়িটাও যেন হাসত।

আশা। সত্যি রবি, কতরকম করে বাড়িটাকে সাজিয়েছিলাম, মনে আছে জেদ ধরে বালীগঞ্জের এক সাহেবের বাড়ি থেকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে একটা কার্পেট নিয়ে এসেছিলাম, তুমি সেদিন মনে মনে একটু বিরক্তই হয়েছিলে।

রবি। হুঁ, এই তো সেই কার্পেট, দেখে চেনবার যো নেই। এই ঘরটাতেই তো কতদিন রঙ পড়েনি। পর্দাগুলো ময়লা হয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে ঝুল, কড়িকাঠে দড়ি ঝুলছে—

[দুজনাই মুখ তুলে তাকায়]

আশা। ওসব কথা ভুলে যাও রবি, আমাকেও ভুলতে দাও।

[দুটো গেলাসে রবি দত্ত হুইস্কী ঢালে]

রবি—সাবধান। এটা দিশী, চট্ করে না মাথায় চড়ে বসে।

আশা। সে ভয় নেই। (এক ঢোক খেয়ে) আঃ, পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

রবি। আমার তো এই একটি বন্ধুই আছে। আর সব কোথায় চলে গেল। রজনী বোধ হয় মরে গেছে। প্রমথ নিশ্চয় কলকাতায় নেই। সেই রাজশেখরকে মনে পড়ে তোমার?

আশা। খালি খালি কবিতা আওড়াত বলে তুমি যার পেছনে লাগতে?

রবি। হ্যাঁ, মনে প্রাণে ও কবিই ছিল। কত স্মৃতিই মনে পড়ে। হেথা সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শূন্য গৃহে—

আশা। তুমিও যে রাজশেখরের মত কবিতা আওড়াচ্ছ।

রবি। হাসি, হায় সখা এত স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।

মর্ম্মমাঝে বাঞ্ছা ঘোরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফেরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হায় সখা,
হেথা সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
শূন্যগৃহে। হেথায় সুলভ নহে হাসি।

আশা। কে বলে সুলভ নহে হাসি। এই তো আমি হাসছি, রবি তুমি হাস।

রবি। কেন খাও, একটু খেতে না খেতেই তোমার মাথার ঠিক থাকে না।

আশা। না, না, রবি তুমি বুঝতে পারছ না, আমার খুব ভাল লাগছে। ঠিক মনে হচ্ছে রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। আবার মনে হচ্ছে খুব মৃদু ঘুঙুর বাজছে। তোমার কিছু মনে হয় না?

রবি। এইটুকু খেয়ে নয়। তবে অনেকটা খেলে মনটা অন্য-রকম হয়ে যায় (গ্লাসটা শেষ করে আবার হুইস্কী ঢালে) আনন্দ আর হয় না। তবু খাই, না খেলে কি করব? কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না। এই কটা বছরের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। কি ভাবতাম জান আশা, ভাবতাম আমরা এই Film industry শুরু করিয়েছি, আমাদের ছাড়া এর কাজ চলবে কি করে? অথচ এতো দিব্যি চলছে।

আশা। মন খারাপ কোর না রবি, সকলেই তোমাকে কত মান্য করে, শ্রদ্ধা করে।

রবি। এতদিন এ লাইনে থেকে ঐটুকুই আমার পাওনা হয়েছে। স্টুডিওতে গেলে অনেকে হাত তুলে নমস্কার করে। আর কিছু নয়, আমি জানি ওরা সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে রবি দত্ত ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কি করে এরকম হ'ল আশা, আমি তো কিছুতেই বুঝতেই পারি না।

আশা। Please রবি, তুমি বড্ড Serious হয়ে যাচ্ছ। আজ ও সব কথা থাক।

রবি। (একটু থেমে) ভুলতে যে পারি না, টাকা যখন আসত তখন যে টাকার মর্ম বুঝিনি। কত contract refuse করেছি। আর এখন যে কাউকে মুখ ফুটে বলতেও পারি না। মেজাজ ঠিক থাকে না কখন যে কি বলে ফেলি। তোমাকেও তো সেদিন যাচ্ছে তাই করলাম, ছি, ছি, টাকা, টাকা, আর একটা ছবি আর একটা success.

রবি। কে, কে এল ?

[বিমল এসে calling bell টেপে]

আশা। কি করে জানব ?

রবি। কারুর আসবার কথা আছে ?

আশা। না।

রবি। দেখ কে, যদি কোন বাজে লোক হয় বিদায় করে দাও, আজ বক্ বক্ করতে ভাল লাগছে না।

[আশা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

রবি। তবে যদি বিমল হয়, ওকে ভেতরে নিয়ে এস।

[রবি খাটের ওপর গা এলিয়ে দেয়। আশা দরজা খুলে বিমলকে দেখে ভয়ে ভয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়]

আশা। বিমল তুমি আবার এসেছো ?

বিমল। এই পাড়াতেই এসেছিলাম, ক'দিন আসিনি, ভাবলাম তোমার একবার খবর নিয়ে যাই।

আশা। খবর তোমায় নিতে হবে না, দরকার হলে আমি তোমায় ডাকব। যাও চলে যাও—

বিমল। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন আশাদি ?

আশা। ভয়, না।

বিমল। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি, চল ভেতরে যাই।

আশা। না বিমল, ভেতরে যাবে না।

বিমল। কেন, কে আছে ঘরের মধ্যে ?

আশা। যেই থাক, ভেতরে যাবে না।

বিমল। ছি, ছি, আশাদি, আবার তুমি এসব খাচ্ছ। আমাকে না কথা দিয়েছিলে আর খাবে না।

আশা। কি কথা দিয়েছিলাম আমার মনে নেই, তুমি যাবে, না মিথ্যে আমার সময় নষ্ট করবে ?

বিমল। কি যে হয়েছে তোমার কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে বিদায় করতে পারলেই যেন তুমি বাঁচ।

আশা। সত্যিই বাঁচি। আমাকে দয়া কর, আর জ্বালিও না, যাও।

বিমল। তাই যাচ্ছি। আজ মনে হচ্ছে বাড়িতে যা বলে সব সত্যি। তোমার মধ্যে দয়া-মায়া কিছু নেই, তুমি নিজেকে ছাড়া কিছুই বোঝ না, আর তা না হলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে কেউ চলে আসে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

আশা। এখন বুঝলে তো, যাও।

বিমল। ভেবেছিলাম সরোজের জন্যে তোমার বুক কাঁদে। আমি চেয়েছিলাম সেই অভাব যদি পুরোতে পারি। ছি, ছি, ছি, কি ঘেন্না, সন্ধ্যে থেকে মদ খেয়ে বসে থাক, তাই আমাকে আসতে দিতে চাও না। খুলে বললেই তো হয়, এত ভনিতা করার কি দরকার ছিল। আমি চললাম, বুঝলে, ডাকলেও আর আসব না।

[বিমল চলে যায়। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে আশা আস্তে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। দেখে রবি দত্ত শুয়ে আছে। কাছে এসে তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখে স্বস্তিবোধ করে। চেয়ারে বসে পড়ে। গেলাসের পানীয় এক চুমুকে শেষ করে। ঘুমন্ত রবির দিকে তাকিয়ে আলনা থেকে একটা শাল এনে দেয়।]

রবি। (একটু পরে) কে, আশা ?

আশা। হ্যাঁ।

রবি। আমি বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। (হাসি)

আশা। হাসছ যে ?

রবি। বড় উদ্ভট স্বপ্ন।

আশা। কি রকম ?

রবি। তোমাকে নিয়ে একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেছি। শিখরের ওপর একটা মন্দির, পথ নেই।

রবি। খুব হাফাতে হাফাতে দুজনে উঠলাম, তারপর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তুমি যেন কোথায় হারিয়ে গেলে। চারদিক খুঁজেও তোমাকে পেলাম না। কতবার উঠলাম নামলাম, তোমার খবর কিন্তু কেউ বলতে পারল না।

আশা। তারপর ?

রবি। শেষকালে একটা রাখাল ছেলে সে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে গেল, তুমি আমাকে দেখে খুব হাসছ, এমন সময় স্বপ্নটা ভেঙে গেল।

আশা। এ আর উদ্ভট কি, আমি তো কত স্বপ্ন দেখি যার কোন মানেই হয় না।

রবি। ওকে আমার চেনা-চেনাই মনে হচ্ছিল।

আশা। কাকে ?

রবি। ওই যে রাখাল ছেলেটা।

রবি। চেহারায় ওদের মিল না থাকলে কি হবে, হাঁটা, চলা, কথা বলার ধরণ সব ঠিক যেন বিমলের মত।

আশা। বিমল ?

রবি। স্বপ্নে বিমল আমায় পথ দেখিয়েছে। আমি বলছি তোমায় ওই আমায় টাকা দেবে। জান তো মানুষ স্বপ্নে যা দেখে তা সত্যি হয়।

আশা। কিন্তু রবি—

রবি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি আশা, তোমাকে বলতে-বলা আমার ভুল হয়েছিল। সত্যিই তো তোমাদের মধ্যে অন্য সম্পর্ক। ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তুমি তার কাছে কি করে টাকা চাইবে। আমাকেই বলতে হবে। ও ঠিক রাজী হবে।

আশা। বেশ তো রবি, এখুনি তো বিলুর সঙ্গে কোন কথা হচ্ছে না। আজ বরং সকাল সকাল বাড়ি যাও, সরমা দেখলে খুশী হবে।

রবি। (ম্লান স্বরে) কি দেখে খুশী হবে ?

আশা। তোমাকে।

রবি। সে দিন আর নেই। রাত্রে বাড়ি ফিরলে সরমা একবার ঘরে আসে বটে, সে শুধু কোটের পকেটটা দেখতে, টাকা আছে কিনা। তাইতেই তো আশ্চর্য লাগছে। যদ্দিন ভালো রোজগার ছিল আমার বিরুদ্ধে সরমার কোন নালিশই ছিল না, যত রাতই বাড়ি ফিরি সে কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়ত না। পাছে ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে যায় তাই ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে দিত। আর আজ ?

আশা। থামলে কেন, বল।

রবি। এখন ছেলে-মেয়েদের আমার পেছনে লেলিয়ে দেয়। সবাই এসে পাওনাদারের মত হাত পাতে। চাই চাই ছাড়া কিছুই বলতে শেখেনি। বাড়িতে ঢুকতে এখন তাই ভয় করে। সরমার চোখের নীরব ভৎ´সনা, ছেলে-মেয়েদের উপেক্ষা, হাসি। এসব অসহ্য আশা।

আশা। তুমি বড় excited হয়ে পড়েছ রবি।

রবি। নাঃ, আমি বরং মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি।

আশা। দেখ, সেদিনের মত মুখ ধুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পোড় না।

রবি। তাতেই বা ক্ষতি কি ? (প্রস্থান)

[রবি চলে গেলে আশা একা বসে বসে Drink করে। গুন গুন করে নিজের মনে গান করে। একটু বাদে প্রফেসার এসে বেল টেপে]

আশা। (দরজা খুলে বিস্ময়ে) আপনি ?

দেবব্রত। কেন বলুন তো, আপনি আমাকে দেখলেই এত অবাক হ'ন ?

আশা। তা নয়, মানে হঠাৎ এ সময় ?

দেবব্রত। আপনার সেই applicationটা ready হয়ে গেছে। মানে আপনারটা অবশ্য ঠিকই ছিল, তবে এটা হয়ত শুনতে ভাল লাগবে।

আশা। আচ্ছা, আমি দেখে রাখব।

দেবব্রত। এই বো, বি, বে, মানে future tenseটা আমি বিশেষ পছন্দ করি না। এখুনি একবার দেখে নিন না।

আশা। আজ বেশ রাত্রি হয়ে গেছে কিনা, তাই ভাবছিলাম।

দেবব্রত। রাত্রি কোথায় ? এখনও তো ন'টাই বাজেনি।

[দেবব্রত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে]

আশা। তাহলেও পলা আপনার জন্যে বসে থাকবে, ফিরতে দেরি হলেই তো সে ভাবতে শুরু করবে।

দেবব্রত। (টেবিলের কাছে গিয়ে) ওঃ আপনি এই জন্যে লজ্জা পাচ্ছিলেন ? তাহলে আপনাকে অভয় দিয়ে রাখি, আমি নিজে পানাসক্ত নই বটে, তবে অন্য কেউ খেলে নাক কুচকোই না, নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারেন।

আশা। নাঃ, এখন আর খাবো না।

দেবব্রত। (Whiskyর বোতল হাতে নিয়ে) এ পদার্থটি কি ? কোন্ শ্রেণীর সোমরস ? আরে এ যে হুইস্কী। (হাসি)

আশা। হাসবার কি আছে ?

দেবব্রত। আমি একবার 'চিরকুমার সভায়' পার্ট করেছিলাম।

কি যেন নাম, হ্যাঁ হ্যাঁ দারুকেশ্বর। রসিক দাদার সঙ্গে দিব্যি গান লাগিয়ে দিলাম।

[দেবব্রত গান করে—কত কাল রবে বল ভারতরে……এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা]

আশা। পারেনও বটে, আপনার ওপর যত রাগ হয়, হাসিও পায় তত।

দেবব্রত। কেন বলুন তো?

আশা। ঠিক যেন একটা ভাঁড়।

দেবব্রত। এই সেরেছে, আপনিও দেখছি কলেজের ছেলেদের মত কথা বলছেন।

আশা। তার মানে, ছাত্রেরাও আপনাকে ভাঁড় বলে নাকি?

দেবব্রত। বলবে কেন? Boardএ লিখে রাখে Prof. Ghosh is a clown.

আশা। নিজের বোকা হওয়ার কথা কাউকে এরকম করে আমি বলতে শুনিনি।

দেবব্রত। যাক্, এতদিনে তাহলে আপনাকে আমি হাসাতে পেরেছি। যে রকম গম্ভীর হয়ে সারাক্ষণ বসে থাকেন, ঠিক মনে হয় আপনি রাম গরুড়ের Familyর কেউ হবেন।

আশা। তারা আবার কারা?

দেবব্রত। সেকি, জানেন না? রাম গরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসবো না, না, না, না।

আশা। সত্যি হাসি আমার ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা প্রফেসার, আপনি কখনো ভুল করেন নি?

দেবব্রত। ভুল কোথায়? অঙ্কের খাতায় যদি বলেন।

আশা। না, জীবনের পাতায়।

দেবব্রত। ভুল করেছি বৈকি, নিশ্চয় করেছি। ভুল করা মানুষের ধর্ম। আমি তো আর অধার্মিক নই।

আশা। ঠিক তা বলিনি। এমন কোন ভুল করেছেন যার জন্যে বাকী জীবনটা খালি অনুতাপ করে কাটলো। যে ভুল শোধরানো যায় না।

দেবব্রত। এ কথা কেন বলছেন?

আশা। একটা সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়ে, যে মানুষ হয়েছে আর পাঁচটা মেয়ের মত সাদা ডাল ভাত খেয়ে, অভাব অনটনের মাঝখানে। তার যদি হঠাৎ বিয়ে হয়ে যায় এক খুব পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে তখন তার কি অবস্থা হয় বলুন তো?

দেবব্রত। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে বোধ হয় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি অবশ্য মেয়েটির ইচ্ছে থাকে।

আশা। ইচ্ছে থাকবে না, এ আপনি কি বলছেন? মনপ্রাণ দিয়ে সে চেষ্টা করল স্বামীকে খুশী করতে। বাপের বাড়ির ছোট্ট গণ্ডীর কথা তাকে ভুলতে হোল, স্বামীর বিদ্রূপের ভয়ে রুগ্ন মাকে মৃত্যু-শয্যায়ও দেখতে পারলো না।

[আশা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে]

দেবব্রত। ও কথা থাক, আপনি বড় অধীর হয়ে পড়েছেন।

আশা। ওঃ প্রফেসার! কেন তার মধ্যে খোকা এল বলতে পারেন? একটা অসুখী দাম্পত্য জীবনে নির্মম প্রহসনের মাঝখানে সে এসে খিলখিল করে হাসত আর হাততালি দিত। (উঠে দাঁড়িয়ে) অবুঝ দর্শক,—তাকে নিয়ে হয়তো ভুলে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমার খোকাকে পর্যন্ত ওরা জোর কারে পাঠিয়ে দিল হোস্টেলে। ছ' বছরের ছোট্ট ছেলে, আমাকে ছেড়ে সে এক মিনিট থাকতে পারতো না। উঃ এর পরের কথা ভাবতে পারেন প্রফেসার?

দেবব্রত। পারি। ও বাড়িতে আর সে মেয়ে থাকতে পারে না, যে কোন সুযোগে সে বেরিয়ে আসে নিজে ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে

নিতে চায়। হয়ত পারেও, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা খোঁচা লেগে থাকে।

আশা। কেউ কি তা মুখ ফুটে বলতে পারে? নীরব প্রতিবাদ জানাতে আমি স্বামীকে না বলে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। সাতদিন বাদে মাথা ঠাণ্ডা হতে যখন বাড়ি ফিরে যেতে গেলাম, পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

দেবব্রত। সে কি, কোন্ অপরাধে?

আশা। কাজীর বিচার।

দেবব্রত। ওঃ। তারপর?

আশা। মিথ্যে অপবাদ মাথায় নিয়ে সমাজের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। একটা কথা শুধু মাথায় ঘুরছে, প্রতিশোধ, দেখব কি করে আমার স্বামী মাথা উঁচু করে সমাজে বেড়ায়। একেবারে extremeএ চলে গেলাম। গায়ে পড়ে রবি দত্তর সঙ্গে পুরনো আলাপ টেনে আনলাম। ওর সঙ্গে এক সঙ্গে এই বাড়িতে রইলাম। Cinema-য় নামলাম। মদ খেতে শুরু করলাম; আর যখনই খবর পেতাম আমার স্বামী আমার জন্যে লজ্জায় নিজের সমাজেই আগের মত মিশতে পারছে না, আনন্দে আমার বুক ভরে উঠত। তারপর কি হোল জানেন?

দেবব্রত। কি?

আশা। সে এলো।

দেবব্রত। কে, মিঃ চৌধুরী?

আশা। হ্যাঁ, ঐ যেখানে আপনি বসে রয়েছেন ঐখানে এসে বসল। আগের সে উদ্ধত দৃষ্টি নেই। অনুনয় ভরা কণ্ঠস্বর। বলতে এসেছিল আমি তার মুখে চুনকালী মাখিয়ে দিয়েছি, তার জন্যে। তার কত কষ্ট, দুঃখ। আমি তখন তার মুখের ওপর হেসেছি।

দেবব্রত। তবে তো আপনি জিতেছেন?

আশা। জিততে দেয়নি, সে পিশাচ আমায় জিততে দেয়নি।

যখন ওর একটা কথাও আমি শুনলাম না, যাবার সময় ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—সরোজের ভবিষ্যতের জন্যে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে যা ভুল হয়ে গেছে যাক, তার জীবনটা যেন নষ্ট না হয়। উঃ, আমার মুখের উপরে চাবুক মারলো, আমার অপমানিত মাতৃত্বকে পায়ে দলে দিয়ে চলে গেল। সরোজের কথা আমি ভাবিনি। দিন নেই রাত নেই ভেবেছি, একটা দিনের জন্যে সুখ পাইনি, একবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার লোভে মরতে পর্যন্ত পারিনি। আর সেই আমাকে সরোজের দোহাই পেড়ে কথা বলে গেল। ছবির কাজ ছেড়ে দিলাম, বাইরে বেরুন বন্ধ করলাম। তারপর—

দেবব্রত। তারপর আমি জানি।

[দেবব্রত মুখ তুলে ওপর দিকে তাকায়, আশাও সেই দিকে তাকায়]

দেবব্রত। ওর পর থেকেই আমাদের আলাপ, অর্থাৎ আর একটা নাটকের শুরু।

আশা। প্রফেসার!

[ভেতর থেকে রবি দত্তর গলা শোনা যায়]

রবি। (ভেতর থেকে) আশা, আশা।

আশা। আসছি। (ভয়ে ভয়ে) আপনি এখন যান প্রফেসার।

দেবব্রত। কে, রবি দত্ত?

আশা। হ্যাঁ।

রবি। (নেপথ্যে) তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? (পায়ের শব্দ)

আশা। আপনি শিগ্‌গির চলে যান প্রফেসার, ওর এখন মাথার ঠিক নেই।

দেবব্রত। আমি কিছু মনে করব না।

আশা। না, না, আজ আর নয়। আপনাকে সব কথা খুলে বলে নিজেকে অনেক হাল্কা মনে হচ্ছে, খুব ভাল লাগছে।

এ ভাল লাগাটা আমি নষ্ট করতে চাই না, আবার কথা হবে।

দেবব্রত। বেশ, হয়ত পরশুদিনই আসব।

আশা। নিশ্চয় আসবেন।

[প্রফেসার চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবি দত্ত ঢোকে।]

রবি। কার সঙ্গে কথা বলছিলে, কে এসেছিল? ওকি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? উত্তর দাও, নিশ্চয় বিমল, তাই তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে দিলে না, জানি সে আমার কথা শুনবে। আমাকে টাকা দেবে, উঃ! তোমার কি এতটুকু দয়া মায়া নেই। তুমি চাও না আমি আবার দাঁড়াই।

আশা। বিমল আসেনি।

রবি। তবে কে, কার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলে?

আশা। (রবি দত্তর চোখের দিকে তাকিয়ে) প্রফেসার।

রবি। প্রফেসার? (মুখ নীচু করে নিয়ে) ও।

[বাইরে প্রফেসার দাঁড়িয়ে, পর্দা নেমে আসে]

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আগের দৃশ্যের অনুরূপ। কয়েকদিন পরের ঘটনা। পর্দা উঠলে দেখা যাবে রবি দত্ত বসে আছে ও বিমল record-এ music বাজাচ্ছে]

বিমল। আহা শুনছেন কি music, এই রকম music চাই। শুনলেই তালে তালে পা ফেলতে ইচ্ছে করে।

রবি। আপনি যখন বলছেন—এই ধরনের musicই দেবো।

বিমল। Life চাই life. Music Directorকে নিয়ে আসবেন আমার কাছে—আমি সব বুঝিয়ে দেবো।

রবি। তাই ডেকে আনবো—আজ করবীর কাছে গিয়েছিলাম, একরকম পাকা করেই এসেছি। কাল আপনাকে নিয়ে যাব।

বিমল। কটার সময় ?

রবি। বিকালে, এই পাঁচটা নাগাত যাব বলেছি যদি আপনার স্থবিধে হয়।

বিমল। সে করে নিতে হবে। আমি বরং আপনাকে Pick-up করে নেব। কি পরবো বলুন তো ? Americon Cordএর স্যুটটা হাকড়ে যাই। Ritz থেকে করিয়েছি, দেখে একেবারে ট্যারা হয়ে যাবে।

রবি। করবী মেয়েটা বড় ভাল। এ লাইনে এ ধরনের মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। ভাল ঘর—Educated, matric পাস, অল্প বয়স।

বিমল। ছবিতে তো খুবই কম দেখায়।

রবি। এমনিতেও বছর কুড়ি একুশ হবে। ফরসা রঙ, ঝাকড়া ঝাকড়া এক মাথা চুল। বড় মিষ্টি দেখতে।

বিমল। আশাদিকে কিন্তু বলবেন না করবীর কথা—তা হলেই—

রবি। পাগল নাকি আমি? এসব কেউ বলে—

[আশার প্রবেশ]

আশা। একি ব্যাপার—কি হচ্ছে এখানে?

বিমল। কেন তুমি আমায় আগে বলনি আশাদি?

আশা। কি বলিনি?

বিমল। রবি বাবুর কথা।

আশা। রবি—তুমি নিজেই শেষ পর্যন্ত।

বিমল। আমি রবি বাবুর কাছে সব কথা শুনেছি। ওঁর প্রস্তাবে রাজী হয়েছি। আচ্ছা আশাদি, মিথ্যে তুমি এ নিয়ে ভাবছিলে কেন! আমায় বলতে কোথায় বাধছিলো? টাকা তো আমার Bank-এ রয়েছেই। যদি কোন ব্যবসা করা যায় মন্দ কি?

রবি। আশা—তুমি আমাদের মহরতের একটা শুভদিন ঠিক করে দাও।

আশা। আমাকে আর এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?

বিমল। তার মানে, আমি যে Film Producer হতে চাচ্ছি এতে তোমার মত নেই নাকি?

রবি। মত থাকবে না কেন—ওর একটু অভিমান হয়েছে আর কি। আপনাতে আমাতে সব ঠিক করে ফেলেছি, ও কিছু জানতেই পারেনি, সেইজন্যে। সে তো হবেই—মনে করুন না, আশাই যদি কিছু করতো আমাদের না জানিয়ে—আমাদেরও অভিমান হত।

বিমল। (আশার কাছে গিয়ে) আশাদি Please, তুমি একটা শুভদিন ঠিক করে দাও। মহরতের দিন তোমাকেই তো সব করতে হবে।

রবি। আমি তো ঠিক করেই রেখেছি—মহরতে Clap stick নিয়ে দাঁড়াবে আশা—কি বলুন বিমলবাবু?

বিমল। ভারী মজা হবে। রবিবাবুর বেশ Original idea আছে। বল না কোন্ দিন করা হবে?

আশা। বেশ, দিন একটা দেখে রাখবো এখন—পাঁজি চাই তো ?

বিমল। পাঁজি টাঁজি দেখতে হবে না—তুমি যেদিন বলবে, সেইটেই আমার কাছে শুভদিন। আজ আমরা সেলিব্রেট্ করবো—মিষ্টি আনতে দিই। নোতুন গুড়ের সন্দেশ। কি বলেন রবি বাবু—আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ড্রাইভার—ড্রাইভার—

[বিমলের প্রস্থান]

আশা। কি ছেলেমানুষ—মার-প্যাঁচ এতটুকু বোঝে না।

রবি। নাই বা বুঝলো।

আশা। জীবনে ঠকবে।

রবি। আমি তো মার-প্যাঁচ খুব বুঝি। জীবনে কি কম ঠকলাম ?

আশা। সেটা বোধ হয় একটু বেশী বোঝ বলে। যাকগে সেকথা—বিমলের টাকায় ছবি তোলার কথা ভুলে যাও।

রবি। তার মানে তুমি ওকে বারণ করবে ?

আশা। ঠিক তাও নয়। বিমলকে আমায় সাবধান করে দিতে হবে। হাজার হোক ও ছেলেমানুষ।

রবি। এর ফল কি হবে বুঝতে পারছো ? তুমি আপত্তি করলে বিমল টাকা দেবে না। টাকা না পেলে আমি ছবি করতে পারব না।

আশা। সে সব আমি জানি। কিন্তু কি করব বল, বিমলের যদি আমার উপর বিশ্বাস থাকে, তা আমি ভেঙে দেব কি করে ?

রবি। চমৎকার। Bravo. (একটু থেমে হঠাৎ) তবে জেনে রাখ, বিমল এসে তোমার মত চাইলে, বিনা দ্বিধায় তোমাকে মত দিতে হবে। বুঝতে পেরেছ ?

আশা। যদি না দিই ?

রবি। তার কি মর্মান্তিক ফল হবে তুমি বুঝতে পারছ না।

আশা। আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোর না রবি। (হেসে) কি করতে পার তুমি আমার ?

রবি। ধরো যদি তোমার ঐ পেয়ারের প্রফেসারের সঙ্গে তোমার ঝগড়া বাঁধিয়ে দিই।

আশা। (হেসে) দাও না। আমার তাতে কি হবে। প্রফেসারের সঙ্গে আমার এমন কোন সম্বন্ধ নেই যে সে চলে গেলে আমার কষ্ট হবে।

রবি। ধরো যদি আমি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে তোমার আর প্রফেসারের বিষয় গল্প করি, তখন কি হয় ?

আশা। (ভয়ে ভয়ে) কি বলছ তুমি পাগলের মত।

রবি। (হেসে) অত ভয় পেও না। প্রফেসারের সুখের সংসার একদিনে চুরমার হয়ে যাবে, কার জন্যে, না আশা চৌধুরীর জন্যে। শুনতে মন্দ লাগবে না, কি বল ? বলা যায় না, এতে হয়তো তোমার লাভই হবে। বৌ-ছেলে ছেড়ে প্রফেসার তোমার কাছেই এসে পড়বে। বল তো খবরের কাগজে Headline বার করে দেব Another triumph of Asha chowdhury.

[আশা চুপ করে থাকে]

—কি হল, একেবারে চুপচাপ যে, মৌনী নিলে নাকি ?

আশা। বিশ্বাস নেই, তুমি সব পারো। ওদের জীবনগুলো নষ্ট করে দিতে বোধ হয় তোমার এতটুকু মমতা হবে না।

রবি। মমতা! Revenge বুঝেছ, সুন্দরী আশা চৌধুরীর উপর revenge. ৩০নং সরকার লেন রসিদে ঠিকানা লিখে লিখে মুখস্থ হয়ে গেছে। নাম—Prof. Debabrata Ghosh। হা—হা—হা—

আশা। আর রসিকতা কোর না, আমায় কি করতে হবে বল ?

রবি। (হেসে) এসো, এতক্ষণে পথে এসো। সত্যি আশা তোমাকে বুঝতে আমার এতটুকু বাকি নেই। কোন্ বোতাম টিপলে

তুমি কি রকম নড়বে সব জানি। আজ আমি তোমাকে পুতুল নাচ করাব, কি বল?

আশা। হুঁ—

রবি। বিমল যা বলবে, তুমি হাসিমুখে রাজী হবে।

নেপথ্যে বিমল। আশাদি—আশাদি—

রবি। ঐ যে বিমল আসছে।

[বিমলের প্রবেশ]

বিমল। চায়ের জল ready কর আশাদি—খাবার এসে গেল বলে। গড়িয়াহাটের মোড় থেকে নিয়ে আসতে বলেছি।

রবি। জল আমি বসিয়ে রেখেছি।

আশা। আচ্ছা—আমি দেখছি—চা না কফি?

রবি। Coffee without milk.

[আশার প্রস্থান]

[বিমলের গাড়ীর শব্দ]

বিমল। ঐ বোধ হয় গাড়ি ফিরে এলো। (চেঁচিয়ে) আশাদি, কফি নিয়ে এসো, মিষ্টি এসে গেছে।

আশা। চেঁচাতে হবে না, আমি কালা নই।

বিমল। আমি তোমায় সাহায্য করবো।

আশা। গাড়ি থেকে মিষ্টিগুলো নিয়ে আয় যা।

বিমল। ড্রাইভার নিয়ে আসবে।

[ইতিমধ্যে দেবব্রত বাঁ হাতে খাবারের চাঙারি, সেই কনুইতে ছাতি আর ডান হাতে বই-এর ব্যাগ—দরজার কাছে এসে, ব্যাগ নামিয়ে ঘণ্টা বাজায়। বিমল এসে দরজা খোলে—দেবব্রতকে চাঙারি হাতে দেখে বিস্মিত হয়। আশা ততক্ষণে বাড়ির ভেতর চলে গেছে]

বিমল। আপনি ওটা কি নিয়ে এসেছেন?

দেবব্রত। কেন মিষ্টি, আপনার ড্রাইভারকে যে আনতে দিয়েছিলেন।

বিমল। তা আপনি আনলেন কি করে ?

দেবব্রত। আগে ধরুন তো। (বিমলের হাতে চাঙারি দিয়ে) আমি ছাত্র পড়িয়ে ফিরছিলাম, আপনার ড্রাইভার গাড়ি করে খাবার নিয়ে আসছিল, রাস্তায় দেখে আমায় তুলে নিয়ে এলো।

বিমল। সে বেশ করেছে ; কিন্তু মিষ্টিটা আপনার হাতে পাঠান তার মোটে উচিত হয়নি, নিজেরই নিয়ে আসা—

দেবব্রত। আহা তাতে ওর মোটেই দোষ নেই। আমি এক-রকম ওর হাত থেকেই কেড়েই নিয়ে এসেছি। এই যে রবি বাবু, নমস্কার। আজ আপনাদের কোন Private partyতে এসে পড়লাম না তো।

বিমল। না Sir, আপনি এখানে most welcome. আমরা আজ Celebrate করছি ?

দেবব্রত। কিসের Celebration ?

বিমল। Bimal Production-এর।

দেবব্রত। সে পদার্থটি কি ?

বিমল। আমরা Film Company শুরু করছি। Proprietor Bimal Chatterjee. Director Robi Dutta. ছবির নাম—রাহুর প্রেম। কি রকম বুঝছেন—

দেবব্রত। ভালই।

বিমল। মানে।

দেবব্রত। সুচারু ব্যবস্থা।

বিমল। কিসের ?

দেবব্রত। পয়সা কি করে চট করে ওড়ানো যায় তার ফন্দি মন্দ বার করেন নি। খানকয়েক ছবি তুললেই ব্যস—আর দেখতে

হবে না। জ্যাঠামশায়ের রয়ালিটির জমিদারী সাফ হয়ে যাবে। তা সে—একরকম ভালই। টাকার circulation যত হবে ততই দেশের মঙ্গল।

রবি। আপনার কথাগুলো যেন একটু বাঁকা-বাঁকা শোনাচ্ছে।

দেবব্রত। সে বোধ হয় আপনার কানের দোষ। কারণ কথাগুলো আমি সোজা সোজাই বলছি। বইএর নাম কি বললেন?

বিমল। রাহুর প্রেম।

দেবব্রত। নাম ঠিকই হয়েছে। আপনার উপর রাহুর প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। লেখক আশা করি রবি বাবু স্বয়ং।

রবি। তাতে কি হল?

দেবব্রত। রাহু বড় মারাত্মক গ্রহ, বুঝলেন না। রবি যদি রাহুর ঘরে যায় আর রাহু রবির উপর পূর্ণ দৃষ্টি করে, তাহলেই সর্বনাশ।

[কফির কেটলি নিয়ে আশার প্রবেশ, দেবব্রতকে দেখে]

আশা। আপনি কখন এলেন?

দেবব্রত। এই তো একটু আগে। কিন্তু রবি বাবু এরই মধ্যে আমার উপর চটে গেছেন।

আশা। কেন?

রবি। ওঁর কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগছে না। হেঁয়ালি করে কি যেন বলতে চাইছেন।

দেবব্রত। আমি একটু জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বলছিলাম, তাইতে উনি চটে গেলেন।

আশা। যাক্‌গে ওসব কথা, নিন কফি খাবেন তো।

দেবব্রত। নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে বিমলবাবুর মিষ্টিও।

[আশা সকলকে মিষ্টি ও কফি পরিবেশন করে]

বিমল। গল্পটা কিন্তু সত্যিই বড় চমৎকার হয়েছে। ও সেই

জায়গাটা, অন্ধকার বাড়িতে সুপ্রিয়া একা শুয়ে আছে, খুব আস্তে পিয়ানো বাজছে। সেই সময় বিশ্রী দেখতে লোকটা মার খেয়ে ঐ বাড়িতেই ঢুকে পড়েছে। কাঁচের দরজায় তার ছায়া পড়লো, সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করলো—কে? লোকটা ভয় পেয়ে কোনরকম সাড়া না দিয়ে ফিরে যাবে, এমন সময় ধাক্কা লেগে একটা কাঁচের ফুলদানী পড়ে ভেঙে গেল। মেয়েটা চীৎকার করে উঠেছে। ওঃ ভাবুন দেখি লোকটা তখন কি করবে?

দেবব্রত। বাঃ বাঃ, চমৎকার সাজিয়েছেন তো, কে বলবে Hunchback of Notre Dame থেকে নেওয়া।

রবি। নেওয়া মানে? আপনি কি ভাবছেন ইংরাজী বই থেকে আমি চুরি করেছি।

দেবব্রত। ছি ছি, তাই কখনও ভাবতে পারি, তবে অনেক সময় দেশী ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় কিনা কোথায় যেন পড়েছি, পড়েছি। সে হয়ত আমার পড়বারই দোষ।

রবি। আমার ছবি আপনি কখনও দেখেননি, বোধ হয় দেখলে—

দেবব্রত। দেখেছি বৈকি। বিজয়-জয়ন্তী, বনমর্মর, ধূলিধূসর—Formulaটা আপনি ভালই বার করেছিলেন, একেবারে সাড়ে বত্রিশভাজা, নাচ চাও নাচ আছে, গান চাও গান আছে, হাসি, কান্না, কাতাকুতু, পতিভক্তি, মদ্যপান সব আছে। একখানা বইতে চারখানা বইএর Material, তাই না?

রবি। আপনি ঠাট্টা করছেন? সব ছবি কি রকম সেল দিয়েছিলো জানেন?

দেবব্রত। তা দেওয়া আশ্চর্য নয়। একটা বই দেখলে যদি চারটের কাজ দেয়, কি বলুন বিমলবাবু?

বিমল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন। 'রাহুর প্রেম' যদি আমরা তুলি লোকে দেখবে না?

দেবব্রত। এই তো বিপদে ফেললেন। লোকেদের মনের কথা কি আর বোঝা যায়। তবে যদি এ ছবি না দেখে তাহলে বুঝতে হবে ওরা কিঞ্চিৎ চালাক হয়েছে। আর যদি দেখে তাহলে বোধ হয় ওদের উদ্ধারের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা দরকার।

রবি। আশা, ওর কথা বলার ধরনটা তুমি শুনছো। ওকে বারণ কর ওভাবে কথা বলতে।

আশা। প্রফেসার, আমি বলছিলাম কি, এ প্রসঙ্গ না হয় আজ চাপাই থাক, আর একদিন বরং—

রবি। তা ছাড়া Film Industry সম্বন্ধে উনি বোঝেনই বা কি ?

দেবব্রত। কিছু না।

রবি। তবে !

দেবব্রত। দর্শকমাত্র। (একটু থেমে) আচ্ছা বিমলবাবু আপনি কি ভেবে দেখেছেন—Film produce করতে চাইচেন কেন ?

রবি। কেন আবার, টাকার জন্যে।

দেবব্রত। (হেসে) শুধু যদি টাকার জন্যেই হয়, তা হলে বলবো এর চাইতে অনেকরকম ভালো ব্যবসা আছে, যাতে লোকসানের ভয় কম।

রবি। ছবির ব্যবসায়ে লাভ হলে কত টাকা ঘরে আসে তা জানেন ?

দেবব্রত। লোকসান হলে যত টাকা ঘর থেকে যায় তত বোধ হয়।

রবি। শুধু টাকা নয়, কত নাম—

দেবব্রত। নাম নিশ্চয় হয়, আবার অনেক সময় বদনামও, দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করাই যা শক্ত—মানে কোন্ দিকের পাল্লাটা বেশী ভারী।

রবি। (রেগে চীৎকার করে) Will you stop ?

দেবব্রত। কি হল, হঠাৎ রেগে গেলেন কেন? আপনারা যা জিজ্ঞেস করছেন আমি তো শুধু উত্তর দিচ্ছি।

বিমল। Sir তো ভাল কথাই বলেছেন। আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত।

দেবব্রত। Just that. এছাড়া তো আমি কিছু বলিনি। আমি একথাও বলিনি যে—বিমলবাবু আপনি এসবের মধ্যে যাবেন না। এও বলিনি যে রবি বাবু ফুরিয়ে গেছেন, ওনার আর কিছু দেবার নেই। আমি এও বলিনি—

রবি। Shut up.

আশা। প্রফেসার চুপ করুন, নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।

দেবব্রত। বেশ আমি চুপ করলাম।

রবি। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, উঠবো, তাহলে বিমলবাবু কাল বিকেলে আপনি আসছেন।

বিমল। আমাকে একটু সময় দিন রবিবাবু। চট করে কিছু করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

রবি। তার মানে এতদূর এগিয়ে আপনি সরে দাঁড়াতে চান। আমার মত একজন প্রবীণ লোক, পাঁচ জায়গায় কথা দিয়েছি।

বিমল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করব বলুন, মনে যখন খটকা লেগেছে আমার মনে হয়—

রবি। তাহলে কবে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

বিমল। আমিও এখুনি উঠব, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

রবি। বেশ তাই চলুন।

বিমল। Sir আপনি ?

দেবব্রত। (আশাকে দেখিয়ে) আমার একটু দরকার আছে ওনার সঙ্গে।

বিমল। আমরা তাহলে উঠি আশাদি। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো। নমস্কার Sir, আপনার suggestion-এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

রবি। বিমলবাবু আপনি গাড়িতে চলুন, আমি এঁদের একটা কথা বলে যাই।

[বিমল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। রবি দেবব্রতর কাছে দাঁড়ায়, শাসিয়ে কথা বলে]

—জানিনা কেন আপনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন। কিন্তু রবি দত্ত সোজা লোক নয়। আমি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেব না।

দেবব্রত। আমি কি অজান্তে আপনার কোন ক্ষতি করলাম? তা হলে আমি খুবই অনুতপ্ত।

রবি। থাক আর ন্যাকা সাজতে হবে না। যদি বিমল আমার প্রস্তাবে রাজী না হয়, আপনাকে আমি দেখে নেবো।

আশা—রবি, আমি বিমলকে কাল বুঝিয়ে বলবো, তুমি মাথা গরম কোর না।

রবি। তুমিও চুপ কর। আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমরা plan করে আমার সর্বনাশ করতে ব্যস্ত। আচ্ছা দেখা যাবে। (বেরিয়ে যায়)

দেবব্রত। (দরজার কাছে গিয়ে) নমস্কার।

[রবি দত্ত জলন্ত দৃষ্টিতে পিছু ফিরে দেখে দ্রুত প্রস্থান করে। আশা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে]

আশা। এ আপনি কি করলেন?

দেবব্রত। কিঞ্চিৎ পরোপকার। একটি নিরীহ ভালোমানুষ ছেলেকে বোধ হয় Trap থেকে মুক্তি দিলাম।

আশা। আমি এ সবের মধ্যে ছিলাম না।

দেবব্রত। হতে পারে। তবে সত্যি মিথ্যে কি করে বুঝবো

বলুন। রবি দত্ত আপনার একমাত্র বন্ধু। নিরীহ লোকদের প্যাঁচে ফেলা আপনাদের Joint enterprize. হঠাৎ Partership ভেঙ্গে যাবার তো কোন কারণ দেখি না।

আশা। আজ আপনাকে কয়েকটা সত্যি কথা বলা দরকার।

দেবব্রত। দরকার তো বলে ফেলুন। (ঘড়ি দেখে) হাতে অনেক সময় রয়েছে।

আশা। (দীর্ঘশ্বাস চেপে) দিল্লীর চাকরিটা পেলে বাঁচি।

দেবব্রত। তা হলে তো আপনাকে দিল্লী গিয়ে থাকতে হবে।

আশা। তাই তো চাই।

দেবব্রত। কিন্তু আমাদের মত যে সব Hostages মানে বলির পাঁঠা ধরে রেখেছেন তাদের কি করবেন? মুক্তি দিয়ে যাবেন তো। ব্যস তা হলে এখন থেকে প্রার্থনা করছি। হে ভগবান, চাকরি যেন হয়। চাকরি যেন হয়।

আশা। সেদিন আমায় যে আপনি এইখানে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, তার মধ্যে কোন অভিনয় ছিল না। আমি সত্যিই মরতে চেয়েছিলাম। (একটু থেমে) আমি জানি, আপনার পক্ষে এ কথা আজ হঠাৎ বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু ভগবান জানেন, এর মধ্যে কোনরকম মিথ্যে নেই। (একটু থেমে) আপনার উপর আমার অভিমান হয়েছিল। কেন আপনি আমায় বাঁচালেন, কেন চীৎকার শুনে ছুটে এলেন। কিন্তু রাগ হল তারপর যখন আপনি রবি দত্তকে টাকা দিলেন। মনে হল কেন আপনি আমার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে এলেন? তাই জব্দ করার জন্যেই Black Mail এর কথা বলেছিলাম। (একটু থেমে) কি ভাবছেন?

দেবব্রত। ভাবিনি তো, শুনছি।

আশা। আমি ঐ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে দেবো যত শীঘ্র সম্ভব। বোধহয় সামনের সপ্তাহেই।

দেবব্রত। ফেরত দেবার জন্যে এত তাড়া কিসের?

আশা। আপনি যে বিপদের সময় আমায় এভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে আমি দুঃখিত।

দেবব্রত। এইখানে আপনি কিন্তু ভুল করেছেন, কারণ ভয় আমি মোটেই পাইনি। আমি জানতাম আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারেন না।

আশা। কেন?

দেবব্রত। আপনার চেহারায় কথায় বার্তায় এমন একটা কিছু আছে যার সঙ্গে পলার হুবহু মিল। পলাকে যে আমি চিনি, জানি। ঐ জাতের মেয়েরা ভালো না হয়ে পারে না।

আশা। আশ্চর্য, এত সহজ বিশ্বাস! পরে ঠকতেও তো পারতেন?

দেবব্রত। সম্ভাবনা যে ছিল না তা বলি না। কিন্তু ঠকবার ভয়ে যদি মানুষকে বিশ্বাসই করতে না পারি তাহলে আর অতি সাবধানে সমাজের মধ্যে থেকে লাভ কি? লোটা কম্বল নিয়ে বনে যাওয়াই তো ভালো। (থেমে) তবে ভয় ছিল আমার রবি দত্তকে। সে যদি কোন প্যাঁচ করে থাকে, আপনি যদি তার হাতের পুতুল হন মাত্র। জগতের সব স্তরে রবি দত্তরা আছে। তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। বড় লোভ এদের আর তেমনি হ্যাংলামি।

আশা। কিন্তু আজকে আপনি তাকেই ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।

দেবব্রত। সে তো ইচ্ছে করেই।

আশা। ও যদি আপনার ক্ষতি করে?

দেবব্রত। কি করবো, চোখের সামনে একটা নিষ্পাপ শিশুহত্যা দেখবো কি করে? বিমল তো ওকে চেনে না।

[আশার চোখে জল, মুখে আঁচল চাপা দেয়]

দেবব্রত। (কাছে গিয়ে) কাঁদছেন?

আশা। বিমলকে বাঁচিয়ে আপনি যে আমার কতখানি উপকার করেছেন। আমার ইচ্ছে থাকলেও বারণ করার উপায় ছিল না।

দেবব্রত। কেন?

আশা। রবি আমাকে শাসিয়ে রেখেছিলো তাহলে আপনার বাড়িতে গিয়ে পলার কাছে সব কথা বলে দেব। তাইতো আমি ভয় পাচ্ছি।

দেবব্রত। হুম।

আশা। প্রফেসার, আমি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। তাই চাই না আর কেউ এরকম দুঃখ পাক। রবি যদি আপনাদের বাড়িতে ঢোকে ও সবকিছু নষ্ট করে দেবে। মায়া দয়া ওর শরীরে কিছু নেই। আপনি আজই পলাকে সব কথা খুলে বলুন। যদি দরকার হয় আমি যাবো তাকে বোঝাবো, এতে আপনার কোন দোষ নেই।

দেবব্রত। (ম্লান হেসে) বলবো।

আশা। আশা করি পলা আপনাকে বিশ্বাস করবে। আমাকে আর যেতে হবে না। আপনার কাছে বিদায় চেয়ে নিই। হয়তো আর দেখা হবে না। টাকাটা আমি পাঠিয়ে দেবো। খুব অল্প দিনের আলাপ, কিন্তু বেঁচে থাকলে আপনার কথা ঠিকই মনে থাকবে। জানিনা আমার কথা আপনার মনে পড়বে কিনা।

দেবব্রত। পড়বে বৈকি। পলার মধ্যেই তো আপনি বেঁচে থাকবেন। ওর হাত নাড়া, ওর কথা বলা সব কিছুর মধ্যে। কিন্তু এটা ভারি আশ্চর্য লাগছে, আপনি আমাকে বিদায় করে দিতে চাইছেন কেন? ধরুন যদি পলা কিছু না বলে, যদি এখনকার মতই আমি—

আশা। না, না, আর নয়। রবিকে আমি চিনি। ও যখন একবার চটেছে কি ভাবে যে প্রতিশোধ নেবে বলতে পারি না।

দেবব্রত। আমার কিন্তু ভয় নেই।

আশা। কেন?

দেবব্রত। জগতে সবচেয়ে ভীতু কারা জানেন?—ঐ রবি দত্তরা। এত রকম অন্যায় ওরা জীবনে করেছে যে সত্যিকারের জীবনের সামনা-সামনি দাঁড়াতে পারে না।

আশা। তবু ওকে বিশ্বাস নেই। বরং একটা চিঠি দেবেন। পলা কি ভাবে শুনলো, কি বললো, জানবার ইচ্ছে থাকবে খুব।

দেবব্রত। বেশ চিঠিই দেবো। (হেসে) আজ তাহলে আসি।

আশা। ভগবান আপনাদের সুখে রাখুন।

দেবব্রত। ধন্যবাদ, নমস্কার।

আশা। নমস্কার।

[দেবব্রত বেরিয়ে গেলে আশা অভ্যাসমত দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজা ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে সিঁড়ির কাছে দেবব্রত দাঁড়িয়ে, আশা সরে এসে আলো নেভায়। ওদিকে দেবব্রত আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

[আগের দৃশ্যের অনুরূপ। পর্দা উঠলে দেখা যাবে বিমল খুব হাসতে হাসতে আশার সঙ্গে কথা বলছে। আশা আজ সেজেছে, হলদে ব্লাউজের সঙ্গে কচি কলাপাতা রঙের বেগমবাহার শাড়ি। এলো খোঁপা মাথায়। তাতে ফুল জড়ানো। বিমল বাড়িতে যা পরেছিল তাড়াতাড়িতে তাই পরেই চলে এসেছে। সাধারণ একটা সার্ট আর প্যাণ্ট। বলাবাহুল্য দুটোরই ইস্ত্রি নেই। সময় বিকেল, তখনও বেশ আলো রয়েছে।]

বিমল। বলছি তো, ভীষণ সুখবর, এখন Guess কর—

আশা। সুখবরটা কি তাই বল।

বিমল। বলবো না, Guess কর, one, two—

আশা। আঃ, ছেলেমানুষি করতে হবে না, বল—

বিমল। উঁহু, এত সহজে কেউ সুখবর দেয়, দেখছো না বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছি। জামা ছাড়িনি, ড্রাইভার ডাকিনি, নিজেই drive করে চলে এসেছি। Speed meter ৫০।৬০, ৫০।৬০, একমিনিট এ্যাকসিলেটার থেকে পা সরাইনি, Brake-এ পা দিইনি, রাস্তার লোকেরা সব হাঁ হয়ে গেছিল।

আশা। বাবা, বাবা, এই বকর বকর থামাবি না কি? কি খবর তাই বল।

বিমল। Guess কর, ঠিক বলতে পারলে Prize দেবো। বকর বকর করলে কি হবে, এ তোমার রবি দত্তর মত বাজে বকর বকর নয়। Solid সুখবর নিয়ে এসেছি। তুমি শুনলে অবাক হয়ে ভাববে আমি জানলাম কি করে, এইখানেই ধরা পড়ে গেলে। তুমি এখনও বিমল চাটুজ্যেকে চিনতে পারলে না। Guess কর, ঠিক বলতে পারলে Prize দেবো।

আশা। আমি Prize চাই না, তুই বল।

বিমল। Be sporting, guess কর।

আশা। তাহলে নিশ্চয় তোর কোন ভাল সম্বন্ধ এসেছে।

বিমল। (চোখমুখ গম্ভীর করে) কি করে বুঝলে ?

আশা। ঠিক তো, আমি তখনই বুঝেচি, বিয়ের খবর ছাড়া তোদের আর সুখবর কি। কোথাকার মেয়ে, কে সম্বন্ধ আনলে ? আমাকে না দেখিয়েই মত দিয়ে দিস্ না।

বিমল। আমার বিয়ে হয়ে গেলে তুমি খুব খুশী হও, না ?

আশা। নিশ্চয়ই, তুই খুশী হলেই তো আমি খুশী।

বিমল। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বিয়ের ব্যাপার নয়।

আশা। কি হোল আবার দীর্ঘশ্বাস কেন ?

বিমল। দিল্লীতে তোমার চাকরি হয়েছে।

আশা। কে বললে ?

বিমল। পিসেমশাই চিঠি দিয়েছেন। এই মাত্র পেলাম। খবরটা শুনে তুমি খুশী হবে ভেবে ছুটতে ছুটতে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না এলেই হোত।

আশা। কেন বিমল ?

বিমল। মন খারাপ লাগছে।

আশা। (বিমলের কাছে গিয়ে মাথায় আদর করে) সে আবার কি, মন খারাপ কেন ? এখন বড় হচ্ছিস, কাজ-কর্ম করবি, দিদিকে আগলে থাকলে চলবে কেন ?

বিমল। (গম্ভীর গলায়) তুমি যে চাকরির জন্যে application করেছ, আমাকে বলোনি কেন ?

আশা। ভয়ে।

বিমল। কিসের ভয়ে ? তুমি ভেবেছিলে আমি বুঝি বাগড়া দেব ? যাতে তোমার এ চাকরিটা না হয়। আমাকে সেরকম মোটেই মনে কোরো না। দরকার হলে—

আশা। দিল্লী পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আমার চাকরির জন্যে তদ্বির

করতিস? আবার চাকরি হলে এর কম কষ্ট পেতিস, তাও আমি জানি।

বিমল। (একটু থেমে ভাল করে আশার মুখটা দেখে নিয়ে) কি, খুব খুশী তো? মুখটা চেষ্টা করে গম্ভীর করলে কি হবে! আমি বেশ বুঝতে পারছি মনে মনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। দিল্লীতে ভালো চাকরি, কম কথা?

আশা। না রে, তা নয়। যে চাকরিটা করছিলাম তাতে মাইনে ভারি কম ছিল, একলা মানুষেরও ভালভাবে চলতো না।

বিমল। কেন তুমি আমার কাছে টাকা নাও না? কতদিন তোমায় জিজ্ঞেস করেছি। তোমার সেই এক কথা, এখন তো কোন দরকার নেই, পরে বলবো। সে পরে আর তো কখনও এলো না।

আশা। নেবার সময় তো এখনও যায়নি। দিল্লী যাবার আগে আমার হাজার টাকার দরকার হবে, তুই ধার দিবি?

বিমল। ধার আবার কি! আমাকে তুমি এখনও পর মনে কর? এই কটা টাকা নিতে চাইছ না। (একটু থেমে) টাকাটা আজকেই দিয়ে যাই?

আশা। ধার হিসেবে, পরে টাকাটা ফেরত নিতে হবে।

বিমল। তুমি যখন শুনবে না, তাই হবে। (পকেট থেকে চেক বই বার করে) তোমার নামে লিখে দিলাম, Bearer Cheque, সাবধান হারিয়ে ফেল না।

আশা। আর যদি দিল্লীর চাকরিটা না হয়?

বিমল। তাতে কি হয়েছে?

আশা। কি করে এ টাকাটা ফেরত দেবো?

বিমল। ওঃ, এই ভাবনা। সত্যি তোমার কথা শুনলে যা রাগ ধরে। আচ্ছা, প্রফেসার এর মধ্যে এসেছিলেন? সত্যি লোকটা ভালো, আমাকে যদি না সেদিন সাবধান করে দিত হয়ত রবি দত্তর খপ্পরে গিয়ে পড়তাম। আর অনেকগুলো টাকা লোকসান হয়ে যেত।

আশা। যাক্, Producer হবার ভূত মাথা থেকে গেছে তা হলে—

বিমল। হ্যাঁ, একেবারে গেছে। রবি দত্ত আমার ওপর খাপ্পা, তার চেয়ে বেশী চটেছে প্রফেসারের ওপর।

[রবি দত্তর কাশির আওয়াজ শুনতে পেয়ে]

বিমল। (চমকে) ওমা, রবি দত্ত আস্‌ছে না ? (ভয়ে ভয়ে) কি হবে আশাদি ?

আশা। কি আবার হবে ?

[রবি দত্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে গম্ভীর হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না]

আশা। কি হয়েছে রবি, এত গম্ভীর কেন ?

রবি। প্রফেসার কোথায় ?

আশা। আমি কি করে জানব ?

রবি। আসেনি ?

আশা। না।

রবি। তবে গেল কোথায় ?

বিমল। হয়ত বাড়িতে আছেন।

রবি। আমি তার বাড়ি থেকেই আসছি।

আশা। বাড়ি থেকে, তার মানে যা বলেছিলে তাই করেছ, পলাকে সব বলে দিয়েছ।

[রবি দত্ত চোখ ছোট করে হাসে]

—ছি, ছি, এ তুমি কি করলে, যদি ওদের মধ্যে সত্যিই কোন বিচ্ছেদ হয়ে যায়। প্রফেসার বাঁচতে পারবে না, আমি জানি।

রবি। কি জান তুমি ?

আশা। ওর সবটুকু জুড়ে আছে পলা, ছেলে, মেয়ে, সুখের

সংসার। না, না, এ আমি হতে দিতে পারি না। আমি যাব, তাকে গিয়ে বোঝাব।

রবি। (গম্ভীর গলায়) কাকে বোঝাবে ?

আশা। পলাকে।

রবি। পলা নেই।

আশা। পলা নেই, কি হয়েছে তার ? (থেমে) বল।

রবি। পলা বলে কেউ নেই, কোন দিন ছিল না।

আশা। তার মানে ?

রবি। প্রফেসার মিথ্যেবাদী, ভণ্ড ও ব্যাচেলার।

আশা। কি বলছ তুমি ?

রবি। সত্যি কথাই। একটা মেসে পড়ে থাকে। তার রুম-মেটের কাছ থেকেই সব খবর নিয়ে এলাম। একের নম্বর কিপ্পন, টাকা হয়ত কিছু করেছে, কিন্তু তার না আছে সংসার, না ছেলে-মেয়ে। আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম, এক নম্বর জোচ্চর।

আশা। এ সব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি রবি ?

রবি। আর কাকে শোনাব, তোমারই তো বন্ধু। একবার সামনা-সামনি দেখা হলে হয়, বুঝিয়ে দিই কত ধানে কত চাল।

আশা। বেশ তো তাকেই বোল।

রবি। তোমাকেই বা বলবো না কেন ? তুমি তার দরদী বন্ধু।

বিমল। রবি বাবু, আপনি মিছিমিছি আশাদিকে কথা শোনাচ্ছেন, উনি কি করে জানবেন ?

রবি। আপনারা সবাই তো ওর কথাই বিশ্বাস করলেন, আমার কথা উড়িয়ে দিলেন। কত বড় মতলববাজ লোক।

বিমল। রবি বাবু আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমার গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

রবি। আমার দিকটা কেউ ভাবতে চায় না,—

বিমল। আমি ভাববো আপনার কথা চলুন।

রবি। প্রফেসারকে কিন্তু আমি ছেড়ে দেব না।

বিমল। (ঠেলতে ঠেলতে রবি দত্তকে বাইরে নিয়ে যায়) সে দেখা যাবে, প্রফেসারের হাতের মাস্‌ল্‌ দেখেছেন, মারবে বাদাম করে এক ঘুষি, একেবারে নাক ফাটিয়ে দেবে।

[বিমল বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। আশা তখনও একভাবে বসে আছে]

বিমল। কি ভাবছো?

আশা। আশ্চর্য! এও কি সম্ভব। ছেলে, বউ, সব মিথ্যে কথা, বানানো গল্প?

বিমল। উনি নিজে তোমায় বলেছেন?

আশা। তা ছাড়া কি আমি এমনি এমনি বলছি। চিঠিতেও লিখেছে। (দেরাজ থেকে বার করে এনে) জোরে জোরে পড়, আর একবার শুনি।

বিমল। (চিঠিটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে পড়তে শুরু করে)

সুচরিতাসু,

চিঠি দিতে বলেছিলেন তাই লিখছি। আপনার কথামত রাত্রে ফিরেই পলাকে সব কথা বলেছি। ও শুনে সত্যিই খুব খুশী হয়েছে। ওর ত আপনাকে দেখবার ভারি ইচ্ছে। আপনার কাছ থেকে ভরসা পেলে একদিন ওকে নিয়ে যাবো। আশা করি আলাপ করতে ভাল লাগবে।

কেন আপনাকে পলার মত বলি জানেন? চেহারার কথা ধরছি না, কারণ আপনি পলার চেয়েও অনেক সুন্দরী, সে কথা অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার করবে। কিন্তু মিল যেটা পাই সেটা মনের।

আপনারা সেই জগতের মেয়ে যাঁরা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে থাকতে পারেন না কোন দিনই।

সবচেয়ে মুশকিল তাদের যারা আপনাদের সংস্পর্শে আসে। আপনাদের বাদ দিয়ে কোন কাজ করতে তাদের ইচ্ছে করে না; আবার একথাও জানে কোনরকম অন্যায়কে আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। তাই যেমনি ভালবাসে তেমনি আবার ভয় করে।

আমাদের সব মঙ্গল। আশা করি আপনি ভাল আছেন। নমস্কারান্তে ইতি।

—ভবদীয় দেবব্রত ঘোষ।

আশা। তাহলে এ চিঠিটাও মিথ্যে।

বিমল। কিন্তু প্রফেসার কথাগুলো ঠিক লিখেছে। তোমাকে ভালও লাগে, আবার ভয়ও পাই। কি করে বুঝে ফেলল প্রফেসার। রবি দত্তও ভয় পায়, আমার মনে আছে, যা কিছু পরামর্শ দেয় তোমাকে বলতে বারণ করে, কেন বলতো?

আশা। কি জানি, কিন্তু যিনি এ চিঠি লিখেছেন তাঁর তো ভয়ডর কিছুই নেই দেখছি। বৌ ছেলের গল্প করে করে কান ঝালাপালা করে দিল আর এখন শুনছি ব্যাচেলার।

বিমল। আমার ভারি মজা লাগছে। আমি আজই যাবো ওঁর মেসে, ভারি মজার লোক তো। আচ্ছা আশাদি, আমি চলি। রবি দত্ত গাড়িতে বসে আছে, ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

আশা। বিলু, রবির কাছ থেকে খুব সাবধান, ওঁর সঙ্গে বেশী মিশিস্ না।

বিমল। (হেসে) আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না আশাদি।

আশা। যদি প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হয় বলিস আমি ডেকেছি।

বিমল। সে আর বলতে হবে না, দেখা হলেই ধরে নিয়ে আসব।

আশা। আজ আমার কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে। মিথ্যে কথা এত শুনেছি যে সহজে কাউকে বিশ্বাসই করতে পারি না। জানি সব মিথ্যে, আমাদের এই সমাজ মিথ্যে, আত্মীয়তার বন্ধন মিথ্যে। কিন্তু তবু প্রফেসারের কথাগুলো বড় ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল ও এক ধরনের জীবন যার স্বাদ আমি জানি না। কেমন যেন লোভ হয়েছিল। সেটাও মিথ্যে। তা হলে কোন্ জিনিসটা সত্যি, বলতে পারিস বিলু ?

বিমল। কেন এত ভাবছো। আমি প্রফেসারের খবর নিয়েই তোমার কাছে আসছি।

[বিমল চলে গেলে আশা বাড়ির বাইরে রাখা দু'একটা টবের গাছ দেখে, তাতে ফুল ফুটেছে। বাইরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দরজার কাছে ফিরে আসে। ভেতরে ঢুকতে হঠাৎ পেছু ফিরে কাকে যেন দেখতে পেয়ে আবার বেড়ার দিকে এগিয়ে যায়। চেঁচিয়ে ডাকে]

আশা। প্রফেসার ঘোষ, প্রফেসার ঘোষ, শুনুন।

[আগের মত ছাতা ও বই নিয়ে একগাল হেসে দেবব্রতর প্রবেশ]

দেবব্রত। কি সৌভাগ্য, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে ?

আশা। এমনি ছাত্র পড়াতে যাচ্ছিলেন বুঝি ?

দেবব্রত। হ্যাঁ।

আশা। আপনার চিঠিটা যথাসময়ে পেয়েছি। কুঁড়েমি করে উত্তরে দেওয়া হয়নি। সামনা-সামনি যখন দেখাই হয়ে গেল, তাহলে আর চিঠি লেখার দরকার নেই কি বলুন ?

দেবব্রত। চিঠি পেলে, আমি কিন্তু খুব খুশী হই, অনেক সময় যত্ন করে রেখেও দি।

আশা। আজ সন্ধ্যেবেলা কি করছেন প্রফেসার ঘোষ ?

দেবব্রত। তেমন কিছু না।

আশা। তাহলে এক কাজ করলে হয়, আজ চলুন না আপনার বাড়ি যাওয়া যাক, পলার সঙ্গে বেশ আলাপ করে আসা যাবে।

দেবব্রত। পলার সঙ্গে, সেতো খুবই আনন্দের কথা। ও অনেক আশা করে আছে। তবে কিনা—

আশা। কি?

দেবব্রত। আজ তো হওয়া মুশকিল। ও কালই গেছে বাপের বাড়ি।

আশা। তাতে কি হয়েছে, বাপের বাড়িই না হয় যাওয়া যাবে।

দেবব্রত। (হেসে) ওর বাপের বাড়িতো আর কলকাতায় নয়, অনেক দূরে যে, সেই তো বিপদ।

আশা। ও, তাই বুঝি। চলুন তবে ভেতরে যাই, আপনাকে একটা জিনিস দেবার আছে।

দেবব্রত। চলুন।

[দেবব্রত ও আশা ঘরের মধ্যে ঢোকে। আশা আলো জ্বালিয়ে দেয়। দেরাজ থেকে চেক্‌টা বার করে দেবব্রতর হাতে দেয়]

দেবব্রত। কড়ায় গণ্ডায় দেনা মিটিয়ে দিলেন।

আশা। সেই সঙ্গে পুরোপুরি মুক্তিও দিলাম।

দেবব্রত। অনেক ধন্যবাদ, তবে এত তাড়াতাড়ি করার কিছু ছিল না।

আশা। ধার কারুর ফেলে রাখতে নেই, টাকা তো সব সময় হাতে থাকে না, (একটু থেমে) একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবেন?

দেবব্রত। নিশ্চয় দেব।

আশা। আমার কাছে এতগুলো মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিল?

দেবব্রত। কি বলছেন?

আশা। বুঝতে পারছেন না? পলা, ছেলে, মেয়ে, এসব

আজগুবী গল্প করেছিলেন কেন? আপনি ব্যাচেলার, মেসে থাকেন। আমি জানতে পেরেছি।

দেবব্রত। জানতে পেরেছেন! কে বল্‌লো আপনাকে, রবি দত্ত বুঝি?

আশা। সে যেই বলুক, ছি, ছি, এতদিন আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছিলেন?

দেবব্রত। তামাশা ঠিক নয়, মানে দেখুন—।

আশা। আমি যখন আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার হুম্‌কি দিয়েছি আপনি তখন মনে মনে হেসেছেন। রবি দত্তর হাত থেকে পলাকে বাঁচাবার জন্যে যখন বিমলের ভালো মন্দ দেখতে পারিনি তখনই খোঁচা দিয়েছেন, আবার ঢং করে চিঠিতে লেখা হয়েছে সব বড় বড় কথা। কতখানি mean-minded, cheap লোক হলে এইরকম practical joke করা সম্ভব।

দেবব্রত। আপনি মিছিমিছি চটে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না। আমি কোন joke করিনি।

আশা। চুপ করুন আপনি, একটা কথাও আপনার বিশ্বাস করি না।

দেবব্রত। (একটু পরে) আচ্ছা এত রাগ করছেন কেন, মিথ্যে তো শুধু আমিই বলিনি, আপনিও বলেছেন। পলাকে বলে দেব, হ্যান করবো, ত্যান করবো, এসবও যে মিথ্যে সে তো আপনি নিজেই জানেন, তবু—

আশা। আমি বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম—

দেবব্রত। যে জন্যে আপনি বলেছিলেন, আমিও ঠিক সেই জন্যেই বলেছিলাম।

আশা। আপনার ঐ মাস্টারী বিদ্যের সাজানো কথাগুলো শুনতে আর ভাল লাগে না। আমাকে বেরুতে হবে।

দেবব্রত। অগত্যা উঠে পড়তে হয়। ছাত্রের বাড়িই যাওয়া যাক। তবে আমি বলছিলাম কি—

আশা। আর কোন কথা নয়, নমস্কার।

দেবব্রত। ওঃ। নমস্কার।

[আশা দরজা বন্ধ করে দেয়। দেবব্রত বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়। আশা দেরাজ থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে। এমন সময় দেবব্রত ফিরে এসে দরজায় ঘণ্টা বাজায়। আশা দরজা খুলে আবার দেবব্রতকে দেখে আশ্চর্য হয়]

আশা। ফিরে এলেন যে ?

দেবব্রত। না, মানে একটু ভুল হয়ে গেছে—

দেবব্রত। আজকে ছাত্রকে পড়াতে যাবার দিন নয়। ভুল করে চলে এসেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না দেখুন—আমার রুটীনে লেখা রয়েছে। (তাড়াতাড়ি রুটীন বার করে দেখায়) এই দেখুন, শিবনাথ সেন, বুধ, শনি, আর আজকে মঙ্গলবার।

আশা। কথাটা হয়ত সত্যি। তবে ভুল করে আসেন নি, ইচ্ছে করেই এসেছেন। আমি না ডাকলে নিজেই এসে বেল টিপতেন, তাই না—

দেবব্রত। হ্যাঁ তাই। আমি আপনার কাছেই আসছিলাম।

আশা। কে জানে, এ পাড়ায় হয়ত আপনার কোন ছাত্রই নেই। সবই মিথ্যে কথা, সেও আর এক আষাঢ়ে গল্প।

দেবব্রত। এই অন্যায় বলছেন। ছাত্রের বাড়ি আপনাকে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারি। তারা খুব বড়লোক, চা-টাও খাওয়াবে।

আশা। দয়া করে আর রসিকতা করবেন না।

দেবব্রত। বারণ করলে মোটেই করবো না। সেটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

আশা। আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, ভগবান আপনাদের

সবাইকে কি এক ছাঁচে ঢেলেছেন। আমার স্বামী, রবি দত্ত, আপনি, বিমল সবাই এক। একজনের সঙ্গে আর একজনের কি তফাত বলতে পারেন?

দেবব্রত। আকাশ-পাতাল। আপনার স্বামী পয়সাওয়ালা লোক—সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও খুশী নন, তাঁর অনেকটা বাদশাহী চাল। রবি দত্ত অহঙ্কারী মানুষ, নিজের বুদ্ধির ওপর বড় বেশী বিশ্বাস, এরা ভাঙে তবু মচকায় না। আর বিমল, ওতো ছেলেমানুষ, অনেক টাকা পেয়েছে, তা নিয়ে ভেবে পাচ্ছে না। আর আমি—

আশা। থামলেন কেন, বলুন—

দেবব্রত। ওটা বরং থাক, শুনলে হয়তো চটে যাবেন।

আশা। এতদিন আমি আপনাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি, ভেবেছি আপনি আমার কাছে আসেন ব্ল্যাকমেলিং এর ভয়ে। ভেবেছি আপনি একজন সুস্থ সবল মানুষ যে বৌকে ভালবাসে, ছেলেমেয়েদের ভালবাসে, নিজের সংসারকে ভালবাসে। এখন বুঝতে পারছি সব মিথ্যে। আমার কাছে এসেছেন ভয়ে নয়, স্বেচ্ছায়, নিজের মতলবে। যেমন এসেছিল রবি দত্ত, যেমন আসে আরও অনেকে।

দেবব্রত। আমি তো আপনার সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। তাহলে আর বকছেন কেন? আমাকেও তো কথা বলার একটু সুযোগ দেবেন।

আশা। প্লীজ, আমাকে মাপ করুন, আর একদিন কথা বলা যাবে। আজ আর আমি পারছি না।

দেবব্রত। পাঁচ মিনিট সময় দিন, একটা ছোট্ট গল্প বলেই চলে যাবো। ইংরিজী সাহিত্যে একজন লেখক ছিলেন, তাঁর নাম চার্লস ল্যাম্ব।

আশা। তার কথা শুনে আমার লাভ?

দেবব্রত। শুনুন না। (একটু থেমে) এই চার্লস ল্যাম্ব এক

অফিসের কেরানী ছিলেন, সাধারণ রোজগার। বয়েসের নিয়মে ভালবাসলেন একটি মেয়েকে, কিন্তু বিয়ে করতে পারলেন না।

আশা। কেন?

দেবব্রত। ল্যাম্বের বোন মেরীর মাথার গোলমাল ছিল। একদিন পাগলামীর ঝোঁকে সে তাদের মাকে মেরে ফেলে। পুলিশ মেরীকে ধরে নিয়ে গেল। চার্লস বোনকে ফিরিয়ে আনলেন বাড়িতে। পুলিশের কাছে কথা দিয়ে এলেন যে বোনের সবরকম দায়িত্ব সে নেবে। সেইজন্যেই তার আর বিয়ে করা হল না। যাকে সে ভালবাসতো তার বিয়ে হয়ে গেল অন্য জায়গায়।

আশা। তারপর?

দেবব্রত। তাদের ছেলেমেয়ে হ'ল, চার্লস তাদের দেখতো আর ভাবতো এরা যেন তারই ছেলেমেয়ে। সেই মেয়েটি যেন তারই স্ত্রী। (একটু হেসে) চার্লস ল্যাম্বের একটি সুন্দর পার্সোনাল 'এসে' আছে। যদি কখনও চোখে পড়ে তো পড়বেন, Dream children—

[কথা বলতে বলতে দেবব্রতর গলা ধরে আসে]

আশা। Dream children!

দেবব্রত। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, পৃথিবীতে এক একজন লোক আসে যারা শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেয়। আজকে আসি। অনেক বিরক্ত করেছি, যদি পারেন তো ক্ষমা করবেন।

[আশার দিকে আর না তাকিয়েই দেবব্রত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছাতা ও বই সংগ্রহ করে। আশা কিন্তু একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ উঠে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকে, 'প্রফেসার ঘোষ', 'প্রফেসার ঘোষ'। দেবব্রত ফিরে আসে।]

আশা। আপনাকে একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি, চেঁচা মেচির মধ্যে আপনাকে ধন্যবাদও জানানো হয়নি।

দেবব্রত। কি ব্যাপার?

আশা। দিল্লীর সেই চাকরিটা বোধ হয় আমি পেয়েছি।

দেবব্রত। Congratulation.

আশা। আপনাকে ধন্যবাদ, application লিখে দেবার জন্যে।

দেবব্রত। সে কিছুই নয়। এবার তাহলে দিল্লী। আপনিও তো তাই চাইছিলেন। কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে, এ একরকম ভালই হল, কি বলুন?

আশা। আমার পক্ষে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। রবি দত্তর হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাবো।

দেবব্রত। আমার হাত থেকেও। সামনা-সামনি বলতে লজ্জা করছে, না?

আশা। আজ তো শুধু ঝগড়াই হ'ল, চলুন ভেতরে বসা যাক।

দেবব্রত। কবে দিল্লী যেতে হবে?

আশা। Interview-এর সময় তো বলেছিল সামনের মাসের গোড়া থেকেই চাকরিতে join করতে হবে।

দেবব্রত। আমি যখন এই রাস্তা দিয়ে ছাত্রের বাড়ি যাবো, দেখবো এই বাড়িটা। আপনাদের কথা কত মনে পড়বে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) একটা মজা দেখেছেন, আপনার সঙ্গে আমার বেশীদিনের আলাপ নয়। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদিনের পরিচয়।

আশা। (কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢোকে) সে বোধ হয় এই বিচিত্র পরিবেশ যার মধ্যে আমাদের আলাপ তারই জন্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনের পরিচয়।

দেবব্রত। দুঃখ শুধু এই জন্যে যে শেষ রক্ষা করতে পারলাম না, আমারই দোষ, আপনি বিরক্ত হলেন।

আশা। ও কথা আর নয়, যাক্, আমার ব্যাগে একটা চকোলেট আছে খাবেন?

দেবব্রত। দিন।

আশা। মিষ্টি মুখ যখন হয়ে গেল, এবার ভাব, কি বলুন ?

দেবব্রত। ঝগড়া তো আর আমি করিনি।

আশা। একটা সত্যি কথা বলবেন ?

দেবব্রত। চেষ্টা করব।

আশা। যদি কথা দেন ঠিক উত্তর দেবেন। তাহ'লে জিজ্ঞেস করবো।

দেবব্রত। দেবো।

আশা। Dream children-এর গল্প কেন বললেন ?

দেবব্রত। ঐ গল্পটা আমার বড় ভাল লাগে।

আশা। শুধুই কি তাই, কে পলা ? বলুন আমায়—

দেবব্রত। পলা, একটি মেয়ের নাম।

আশা। বলুন, please.

দেবব্রত। ওর আসল নাম উৎপলা। আমার এক বন্ধুর বোন।

আশা। তারপর—

দেবব্রত। কি জানতে চান বলুন ?

আশা। Please প্রফেসার।

দেবব্রত। খুব ভাল লাগত ওকে। আমি ওর নাম দিয়েছিলাম পলা। পলাও আমায় ভালবাসতো। তারপরের ইতিহাস একঘেয়ে, আমার অবস্থা খারাপ বলে পলার বাবা মেয়ের বিয়ে দিলেন আর একজনের সঙ্গে—

আশা। পলা এখন কোথায় ?

দেবব্রত। শ্বশুরবাড়িতেই ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে।

আশা। ওঃ, ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

দেবব্রত। না, ওকে অসুখী করে লাভ কি ?

আশা। যদি পলাও আপনাকে ভালবাসতো তবে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন না কেন ?

দেবব্রত। সাহস ছিল না। তখন আমি সামান্য স্কুল মাস্টার। B. A. পাশ ছেলে, পলার বাবা নাম-করা ইঞ্জিনিয়ার পাত্র পেলেন, ওর সঙ্গে আমি পারব কেন?

আশা। তারপর আর বিয়েও করলেন না?

দেবব্রত। সুযোগ হ'ল না, তাছাড়া মেয়ে পাওয়া ভার।

আশা। বাংলা দেশে মেয়ে পাওয়া যায় না বললে যে লোক হাসবে।

দেবব্রত। মেয়ে হয়তো পাবেন, তবে আমি যা চাই তা হয়ত পাবেন না, মানে পলার কথা বলছি। ও যে তিলোত্তমার মত তিল তিল করে আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে কারুর তুলনা করতে গেলেই যে আমি হতাশ হই। এমন কি সত্যিকারের পলাও যদি আমার কাছে ফিরে আসে বোধ হয় গ্রহণ করতে পারব না। আমার কল্পনার পলা যেন ভূতে-পাওয়া লোকের মত আমায় পেয়ে বসেছে। বিশ্বাস করুন, তার অস্তিত্ব আমার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব। সে আমার সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গল্প করে। অসুখের সময় রাতের পর রাত মাথার কাছে বসে কাটায়। প্রত্যেক দিন যত্ন করে খাওয়ায়। আমি পলার মধ্যে দেখেছি এমন একটা রূপ যা আমাকে মুগ্ধ করে, তার নির্মল ভালবাসা আমাকে পবিত্র করে, তার অভিমান আমাকে ব্যথা দেয়, তার ভৎর্সনাকে আমি ভয় করি। তার চোখের জল আমার কাছে অসহ্য।

আশা। প্রফেসার, আপনি excited হয়ে পড়েছেন।

দেবব্রত। যে কথা কারুর কাছে কোনদিন বলতে পারিনি আপনাকে বলে বড় ভাল লাগছে। আপনাকেও আজ আরও কাছের মানুষ মনে হচ্ছে।

আশা। আপনার কথাগুলো শুনতে বড় অদ্ভুত লাগছে। পুরুষ মানুষকে এরকম সেন্টিমেণ্টাল কথা বলতে কখনও শুনিনি।

দেবব্রত। বিশ্বাস করুন মিথ্যে কথা বলে আপনাকে ভোলাবার

ইচ্ছে আমার কোনদিনই ছিল না। ভেবেইছিলাম পলার কথা আপনাকে খুলে বলবো। (একটু থেমে) এক গ্লাস জল দেবেন।

আশা। এই যে আনছি।

[আশা জল এনে দেয়, দেবব্রত পান করে তার হাতে গ্লাসটা ফেরত দেয়, অন্য হাতটা আলতো করে ধরে]

দেবব্রত। আজ অনেক রকম আবোল-তাবোল বলে ফেল্ললাম, জানি না কি মনে করলেন।

আশা। শুনতে খুব ভাল লাগলো।

দেবব্রত। কথা কিন্তু এখনও আমার শেষ হয় নি।

আশা। বলুন।

দেবব্রত। পলাকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনে হয়ত জীবনটা একরকম সুখে দুঃখে কেটে যেত, কিন্তু আপনাকে প্রথমদিন দেখার পর থেকে সব যেন কি রকম ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আমার স্বপ্নরাজ্য ভেঙে গেল। মনে হল আপনার মধ্যে পলা নেমে এসেছে।

আশা। (দেবব্রতর দিকে তাকায়) প্রফেসার!

দেবব্রত। তোমার ঐ চোখ, ঐ ভ্রূ, ঐ কণ্ঠস্বর, এ যে আমার কত পরিচিত। তোমার মাথার ঐ ঘন কালো চুল, ঐ ভঙ্গি, হাঁটা, চলা, কথা বলা। ঐ রঙ না-মাখা ঠোঁট, সহজ স্বচ্ছ মন; পলা যে এতখানি সত্যি হয়ে আমার কাছে আসতে পারে তা কখনও ভাবিনি।

আশা। ও রকম কথা বোল না প্রফেসার, আমার ভয় করছে।

দেবব্রত। কিসের ভয় আশা?

আশা। আমার সব সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো মরে গিয়েছিল, আজ যেন আবার তারা বাঁচতে চাইছে। প্রফেসার, সকলেরই বাঁচবার ইচ্ছে, তাই না? কেউ মরতে চায় না, জীবনটাকে মনে হত মরুভূমির মত শুকনো, কাটাফাটা, এ তুমি কি আশার কথা

শোনালে। মনে হচ্ছে, এখনও সময় যায়নি। (থেমে) কিন্তু প্রফেসার, এ মরীচিকা নয় তো—

দেবব্রত। না আশা, এ সত্যি, এই জীবন।

আশা। এত সুখ, এত আনন্দ, এত ভালবাসা—প্রফেসার!

দেবব্রত। আশা!

[দুজনে দুজনের হাতে হাত দিয়ে পরস্পরের দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকায়। ইতিমধ্যে রবি দত্ত মত্ত অবস্থায় স্টেজে ঢোকে। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আশা ও দেবব্রতকে ঐ অবস্থায় দেখে ক্রূর হাসি হাসে।]

রবি। বাঃ, বাঃ, চমৎকার। নাটক জমেছে দেখছি।

[দুজনে সরে যায়]

কি হ'ল, আমাকে আবার লজ্জা কিসের? বেশ তো হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ছিলে। আর একবার দাঁড়াও না, একটা ছবি তুলে নিই।

আশা। আঃ রবি, চুপ করো।

রবি। কেন চুপ করবো? তোমরা কি হয়েছো বাবা, সখা-সখি না কপোত-কপোতী?

দেবব্রত। কি বল্লে আপনি খুশী হন—

রবি। Shut up. আমি স্বনামধন্যা আশা চৌধুরী মহাশয়ার সঙ্গে কথা বলছি।

আশা। তুমি বড় বেশী মদ খেয়েছো রবি।

রবি। মদ খাবো না ত কি করব। আমাকে পথে বসিয়ে এখন ত দিব্যি ঢলাঢলি করছ।

দেবব্রত। একটু ভদ্রভাবে কথা বললে হয় না?

রবি। ভদ্রভাবে কথা বলি আমরা ভদ্রলোকের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে নয়। মিথ্যেবাদী, ভণ্ড। প্রফেসার ঘণ্টা, মিথ্যে কথার প্রফেসার—

আশা। আঃ রবি—আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে দেবব্রত বাবুকে অপমান করার তোমার কোন অধিকার নেই।

রবি। আহা, উনি গৃহস্থ মানুষ, সংসারী লোক, বৌ, ছেলে, মেয়ে নিয়ে থাকেন। টাকা উনি এমনি দেননি। কৈ বলে যাও, চারশ' বিশ কোথাকার। চাল নেই, চুলো নেই, মেসে পড়ে থাকে, তার আবার বৌ ছেলে।

আশা। রবি, আমার ধৈর্যের সীমা আছে। আর কথা বাড়িও না, এখান থেকে চলে যাও।

রবি। যদি না যাই।

দেবব্রত। গলায় ধাক্কা দিতে বাধ্য হব।

রবি। কি এত বড় আস্পর্ধা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, জুতিয়ে তোমায় সোজা করে দিতে পারি জানো? ইতর, ছোটলোক—

[দেবব্রত গম্ভীর মুখে এগিয়ে গিয়ে রবি দত্তর গালে সজোরে এক চড় মারে। রবি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আশা কোন কথা বলে না]

রবি। বাঃ বাঃ, আশা, মেয়েমানুষ কতখানি বদলাতে পারে তাই দেখছি। তোমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে এই ছোটলোকটা আমায় এ ভাবে অপমান করলো তার তো কোন প্রতিবাদ করলে না।

আশা। ওটার বোধহয় তোমার দরকার ছিল।

রবি। বেশ, তবে কেন আমি আজ তোমার বাড়িতে এসে-ছিলাম বলে দিই। তোমাদের ষড়যন্ত্রে আমি আর এ জীবনে দাঁড়াতে পারলাম না। বিমলকে তোমরা সরিয়ে নিলে, যাতে আমি না ছবি তুলতে পারি। চারদিকে আমার পাওনাদার, insolvency file করছি। যে রবি দত্তকে দেখে সবাই সেলাম করতো তারা আজ থুথু দিচ্ছে। এই প্রফেসারের মত কত লোককে মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছি, আজ তারা আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাচ্ছে।

তোমার মত কত মেয়েকে কত টাকা দিয়ে পুষেছি। আজ তুমি আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছ। (পকেট থেকে শিশি বার করে) আশা, একটা গ্লাস দেবে, আর দেখতো দেরাজে আমার Whisky আছে কিনা। ছিল তো একটু, যদি না প্রফেসার—

আশা। আর খেও না রবি, তুমি মাতাল হয়ে গেছ।

রবি। কথা বাড়িও না, Please দাও।

[আশা একটা গ্লাস ও হুইস্কীর বোতল এনে দেয়]

রবি। (হুইস্কী ঢেলে) এই আমার চিরকেলে বন্ধু। আর এই শিশিতে আছে একরকম বিষ, এই যে মিশিয়ে দিলাম। এইবার বুঝতে পারছো আমি কেন আজ এসেছি ?

আশা। কি বলছো রবি ?

রবি। খুব সোজা ব্যাপার—এই গেলাসটুকু শেষ করে ফেলতে পারলেই হ'ল। ব্যস, আর পাওনাদাররা তাড়া মারতে পারবে না। তোমাদের বিদ্রূপ শুনতে হবে না। মুক্তি, একেবার মুক্তি।

আশা। পাগলামী কোর না।

রবি। অনেক ভেবে এটা বার করেছি। আমি মরে বাঁচব, আর তুমি বেঁচে মরবে দগ্ধে, দগ্ধে।

আশা। তার মানে কি বলছ তুমি ?

রবি। (হাসি) হা, হা, পুলিশ এসে দেখবে রবি দত্ত মরে পড়ে রয়েছে, কার বাড়ি না আশা চৌধুরীর। তারই গ্লাসে হুইস্কীর সঙ্গে বিষ মেশানো। মৃতের কোন স্বীকারোক্তি নেই, অগত্যা রবি দত্তকে খুন করার জন্যে তোমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আশা। সে কি প্রফেসার !

রবি। প্রফেসার কি করবে। ও হয়তো Court-এ সাক্ষী দিতে পারে তবে কেউ বিশ্বাস করবে না, কারণ নারীঘটিত ব্যাপারে

এমন হয়েই থাকে। আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি তা জানতে তো আর কারুর বাকী নেই।

আশা। না, না, রবি, তুমি এতটা নিষ্ঠুর হতে পার না। তোমার জন্যে কি একটা দিনও আমি শান্তি পাবো না?

রবি। এতক্ষণে তোমার ভয় ঢুকেছে আশা, বুঝতে পারছ যে আমি সহজ লোক নই। মরবার সময় অন্ততঃ এইটুকু শান্তি পাব ভেবে যে তুমি কষ্ট পাচ্ছো। তোমার আমার সম্পর্কটা বড্ড বেশী ভালোবাসার ছিল কিনা।

দেবব্রত। যদি আপনি আবার ছবি তোলার সুযোগ পান, আপনি কাজ করবেন?

রবি। কি?

দেবব্রত। বাঁচতে চান না আপনি?

রবি। চেয়ে তো ছিলাম, এতদিন তার আশাতেই ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু এখন বুঝেছি আর উপায় নেই। মরতে আমায় হবেই, তার সঙ্গে তোমাদের জড়িয়ে মরতে চাই।

দেবব্রত। ধরুন যদি আমি টাকা দিই।

রবি। (হেসে) এতো এক হাজার টাকার বাড়িভাড়া নয়, প্রায় লাখ টাকা।

দেবব্রত। অত টাকা আমার নেই। তবে ধরুন যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি দিই—

রবি। (চোখ জ্বলজ্বল করে) পঞ্চাশ হাজার?

দেবব্রত। হ্যাঁ, এখনি চেক লিখে দেব।

রবি। পঞ্চাশ হাজার, তাতে হয়ে যাবে। ডিস্ট্রীবিউটারদের কাছ থেকে বাকী টাকা নিয়ে নেব।

আশা। কি করছেন দেবব্রতবাবু, ভালো করে ভেবে দেখেছেন?

রবি। আর বাধা দিও না আশা, একবার আমায় শেষ চেষ্টা

করে দেখতে দাও। আমি বাঁচতে চাই, মরতে আমার বড় ভয়।

দেবব্রত। এই নিন চেক, ক্রশ করে দিলাম।

রবি। (চোখে জল) কোন্ মুখে আপনার সঙ্গে কথা বলব জানি না। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমায় মাপ করবেন। আশা, তোমরা সুখী হও, এই প্রার্থনা করি। দেখো এ টাকা আমি নষ্ট করব না। এবার আমি ঠিক দাঁড়াবো। (দেবব্রতর হাত ধরে) মুখের কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে আপনি আজ প্রাণ দিয়েছেন। জানো আশা, একটা অন্ধকার ঘন যবনিকা নেমে এসেছিল চোখের ওপর, পরপারের যেন ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, এখন অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আলো দেখতে পাচ্ছি, তার কাঁচা সোনার রঙ। আমি আবার দাঁড়াব। কলকাতার বড় বড় হাউসে আমার ছবি রিলীজ করবে, চৌরঙ্গীর মোড়ে নিয়ন জ্বলবে। রবি দত্তর Next production, আমি আজ চলি। দুজনের কাছেই মাপ চাইছি। হয়তো অনেক কড়া কড়া কথা বলেছি।

আশা। তুমি আবার বড় হও, তাইতেই আমার আনন্দ।

[আনন্দে ভরপুর রবি দত্ত দরজা খুলে বেরিয়ে যায়]

আশা। ওঃ, আমি যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দেবব্রত। ভয় কিসের আশা, আমি যখন তোমার পাশে রয়েছি।

আশা। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এতদিন বাদে সত্যিকারের জীবনের স্বাদ পেলাম, আর এখনি যদি রবি দত্তর শাপে সব শেষ হয়ে যায়, তা হলে আর দুঃখের সীমা থাকতো না প্রফেসার—

দেবব্রত। তোমাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

আশা। এর চেয়ে সুখ আর কিসে। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন

দেবব্রত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আশা—এ সংসার বড় জটিল। এখানে প্রেম বাঁচতে পারে না।

আশা। প্রেম অমর, আত্মা অবিনশ্বর। প্রেমের মৃত্যু নেই, প্রফেসার। দূরে বহু দূরে গেলেও তার মৃত্যু নেই। বিদায় প্রফেসার।

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশা দরজা বন্ধ করে দেয়। দেবব্রত চলে যায়। আশা ঘরের মাঝখানে একটুখানি চুপ করে দাঁড়ায়। তারপর টেবিলের ওপর রবি দত্তর রেখে-যাওয়া বিষ মেশানো হুইস্কীর গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। একটা আলো নেভায়। শুধু কোণে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। বই বার করে হু'এক লাইন কবিতা পড়ে। কাগজে চিঠি লেখে। টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। ঠিক এমনি সময় দেবব্রত ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে দরজার কাছে গিয়ে ঘণ্টা বাজায়]

আশা। (ভয়ে ভয়ে) কে?

দেবব্রত। আমি দেবব্রত।

[আশা হুইস্কীর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চট করে খেয়ে নেয়। দরজায় জোর করে দেবব্রত ধাক্কা মারে]

দেবব্রত। দরজা খোল আশা, দরজা খোল, একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

[কোন সাড়া নেই। আশা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসে। দেবব্রত ছুটে প্রথম দিনের মত পেছনের জানালা খুলে ভেতরে ঢোকে। আশার কাছে গিয়ে ভয়ে পেছিয়ে আসে]

দেবব্রত। আশা, আশা, কি হয়েছে, কথা বল।

[আশাকে ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে দেবব্রত হুইস্কীর গ্লাসটা দেখে টেবিলের ওপর রাখা চিঠিটা পড়ে]

দেবব্রত। এ তুমি কি করলে? কেন করলে?

আশা। রাগ কোর না প্রফেসার, তুমি আমায় নতুন জীবন দিয়েছিলে, আজ আমার মরতে এতটুকু ভয় করছে না।

দেবব্রত। আমারই দোষ, আমি তোমায় বুঝতে পারিনি, কষ্ট দিয়েছি।

আশা। না প্রফেসার, জীবনে ভালবাসা কখনও পাইনি, তাই বোধ হয় মরতে এত ভয় ছিল। এ মরণে আমার কোন দুঃখ নেই, আমি সব পেয়েছি।

দেবব্রত। আশা—

আশা। আশাকে ভুলে যাও প্রফেসার, আমি তোমার পলা হয়েই বেঁচে থাকব।

দেবব্রত। পলা!

[আশা নেতিয়ে পড়ে, দেবব্রত চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়ে যায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, কড়িকাঠে ছেঁড়া দড়িটা আজও ঝুলছে। পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা